NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা আজ

সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ড্র বাগানের ৭

কলকাতা ১৮ জানুয়ারি ২০২৫ ৪ মাঘ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২১৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.01.2025, Vol.18, Issue No. 218, 8 Pages, Price 3.00

আরজি কর মামলার রায় ঘোষণা আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ-হত্যা মামলার বহু প্রতিক্ষিত রায় ঘোষণা আজ। দুপুরে শিয়ালদহ আদালতে অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে ওই মামলার রায় ঘোষণা করা হবে। মামলায় মূল অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের পরিণতি কি হবে তা জানতে এরাজ্যের পাশাপাশি সারা দেশের মানুষের কৌতুহল রয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরের ৯ অগস্ট আরজি করে ওই নৃশংস ঘটনা ঘটে। পাঁচ মাস তদন্ত ও মমলা চলার পর নিম্ন আদালতে রায় ঘোষণা হচ্ছে।

সিবিআই-এর আগে আদালতের কাছে দাবি করেছিল আরজি কর হাসপাতালে তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় একমাত্র অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। এই নারকীয় ঘটনার পর তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশ। কীভাবে এত বড় সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তারের সঙ্গে এমন ভয়ঙ্কর নারকীয় ঘটনা ঘটল? সে প্রশ্ন এখনও থেকেই যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, প্রথমে এই ঘটনার তদন্ত কলকাতা পুলিশ করলেও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার যায় সিবিআই-এর হাতে। আরজি করে দুর্নীতির পাশাপাশি ডাক্তার খুনের ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে। তবে, ৯০ দিনের মাথায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করতে ব্যর্থ হয় সিবিআই। ফলে, জামিন পেয়ে যান সন্দীপ-অভিজিৎ। এরপর নতুনভাবে মেয়ের খুনের তদন্তের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন নির্যাতিতার মা-বাবা। এই পরিস্থিতিতে সিবিআই-এর দাবি, এই ঘটনায় এক ও একমাত্র অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ই।

‘রাজ্য চায়নি তাই মেয়েটা বিচার পায়নি’

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলোত্তমা খুন-ধর্ষণ মামলায় রায় ঘোষণার আগের দিন ফের বিস্ফোরক নির্যাতিতার বাবা-মা। সিবিআই ও রাজ্য সরকারকে একযোগে এদিন নিশানা করতে দেখা যায় তাঁদের। এই প্রসঙ্গে নির্যাতিতার বাবা জানান,‘রাজ্য চায়নি বলেই মেয়েটা বিচার পায়নি’, দাবি তিলোত্তমার মা-বাবার। তিলোত্তমার বাবা এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলেন, ‘সিবিআই কোনও কাজই করেনি। সিএফএসএল বলছে ঘটনা সেমিনার রুমে ঘটেনি। সিবিআই ধৃত সিভিক একাই দোষী বলে দেখাচ্ছে। সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। যদিও তারা কতটা সফল হবে সেটা আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করছে।’ পাশাপাশি নির্যাতিতার বাবা এও বলেন, ‘একটা অদৃশ্য হাত কাজ করছে। কিন্তু সে হাত কার? এখানেই রীতিমতো ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করতে দেখা গেল তাঁদের। ইঙ্গিত একেবারে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরের দিকে। তাঁদের দাবি, সম্ভবত সেই অদৃশ্য হাতের অদৃশ্য নির্দেশেই সব তথ্য-প্রমাণ লোপাট হয়েছে। সে কারণেই চালান ছাড়াই রাতে ময়নাতদন্ত হয়েছে।’ সঙ্গে খুব স্পষ্টভাবে জানান, ‘রাজ্য চায়নি তাই বিচার পায়নি মেয়েটা।’

এর পাশাপাশি তিলোত্তমার মায়ের গলাতেও একই সুর। তিনি বলেন এক ‘অদৃশ্য আদেশের’ কথা। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ‘আমার মেয়ের মৃত্যুর পর থেকে দেখতে পাবেন একটা অদৃশ্য আদেশ কাজ করছে নেপথ্যে। এটা আমাদের মনে হচ্ছে।’ সঙ্গে এও জানান, ‘ উপর থেকে নির্দেশ ছাড়া তো আমরা আমাদের মেয়ের মুখটুকুও দেখতে পাইনি। সিপি আমাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলেন। উপরের নির্দেশ আসার পর আমাদের দেখতে দেওয়া দেওয়া হয়েছিল।’

প্রসঙ্গত, ৯ অগস্ট থেকে ১৮ জানুয়ারি, পাঁচ মাস পর তিলোত্তমা কাণ্ডে রায় দিতে চলেছে শিয়ালদহ আদালত। শনিবার দুপুর আড়াইটের সময় রায় শোনানোর কথা বিচারকের। তবে এরইমধ্যে আরও এক আশঙ্কার কথা শোনাচ্ছেন বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, সব সময় তাড়াতাড়ি বিচারে ন্যায় বিচার হয় না। এটা কোনও সাধারণ খুন বা ধর্ষণের ঘটনা নয়। সে ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা মানে আসলে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা।

‘জন্মদিনেই বিচার পেল মেয়ে’ গুড়াপে শিশুকে ধর্ষণ-খুনে দোষীকে ফাঁসির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ১৭ জানুয়ারি তার জন্মদিন। বিচারও এল এই দিনেই। হুগলির গুড়াপে পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ফাঁসির সাজা হল দোষীর। শনিবার এই রায় শোনালো চুঁচুড়া পকসো আদালতের বিচারক চন্দ্রপ্রভা চক্রবর্তী।

গুড়াপে শিশুকে ধর্ষণ খুনে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত। দোষী অশোক সিংকে ফাঁসির নির্দেশ দিল আদালত। ৫৪ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা চুঁচুড়া পকসো আদালতের। শুক্রবার যখন অশোক সিংকে আদালতে পেশ করা হচ্ছিল, তখন বাইরে জড়ো হয়েছিলেন শিশুর বাবা-মা, পরিজন আর গ্রামবাসীরা। তাঁরা অশোকের ফাঁসির সাজার জন্য স্লোগান তোলেন। আদালতের বাইরে যে আইনজীবীরা ছিলেন, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের কাছে কাতর আবেদন করতে থাকেন। প্রসঙ্গত, শনিবারই তিলোত্তমা ধর্ষণ খুনে সাজা শোনাবেন শিয়ালদহ আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস। তার আগে এই নির্দেশ স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখযোগ্য।

গত ২৪ নভেম্বরের ঘটনা। তিলোত্তমা কাণ্ডে যখন ফুঁটছে গোটা রাজ্য, ঠিক তার মধ্যেই হুগলির গুড়াপে ঘটে যায় আরও এক নৃশংস ঘটনা। পাঁচ বছরের ওই শিশুকন্যাকে চকোলেট খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় অশোক। পাশের বাড়ি ‘জ্যেঠু’ অশোককে ভালভাবেই চিনত ওই শিশু। তাই তার ডাকে চলেও যায়। এদিকে মেয়ে মাংস খাবে বলে বায়না করেছিল, তাই মেয়ের জন্য বাজারে মাংস কিনতে গিয়েছিলেন ওই শিশুর বাবা। তার মধ্যেই নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়ে বসে অশোক। শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন তো বটেই, প্রমাণ লোপাট করতে তাকে খুন করে অশোক।

বাড়িতে মেয়েকে দেখতে পাননি শিশুর বাবা। খোঁজ শুরু করেন। এলাকাবাসীরাও খোঁজ করতে থাকেন। প্রতিবেশী অশোকের ঘরে খোঁজ করতেই শিউরে ওঠেন তাঁরা। খাটে মশারি পেঁচানো অবস্থায় পড়েছিল শিশুর রক্তাক্ত দেহ। গোটা ঘটনায় আরও তপ্ত হয় বাংলার পরিস্থিতি। অশোককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ৯ ডিসেম্বর গুড়াপে শিশুকে ধর্ষণ খুনে চার্জশিট গঠন করে পুলিশ। ১১ ডিসেম্বর চার্জ গঠন করে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা হয়। ৫৪ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা। শুক্রবার , ওই শিশুর জন্মদিন। জন্মদিনেই বিচার পেল সেই শিশু।

শিশুর পরিবারের পাশে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুড়াপের ছোট্ট শিশু কন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আদালত দোষীকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের লাগাতার তদন্ত ও দ্রুত শুনানির কারণে ৫৪ দিনের মধ্যেই সাজা ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে বলে নিজের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি মৃত শিশুর পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের পৃথিবীতে ধর্ষকদের জন্য কোনও জায়গা নেই। আমাদের সকলকে মিলে কড়া আইন, সামাজিক পরিবর্তন এবং কার্যকরী প্রশাসনের মাধ্যমে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করতে হবে। এই ধরণের অপরাধ যাতে যোগ্য বিচার পায়।

সইফ-কাণ্ডে আটক সন্দেহভাজন

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি: বৃহস্পতিবার রাতে সইফ আলি খানের বাড়িতে হামলা। ছুরি দিয়ে কোপানো হয় অভিনেতার হাত, আঘাত লাগে কাঁধে। তার পর থেকে লাগাতার চলছে চিরুনিতল্লাশি। শুক্রবার ধরা পড়েন এক সন্দেহভাজন। প্রাথমিক অনুমান, তাঁকেই নাকি সইফের বাড়ির সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে। বান্দ্রা রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশির সময়েই তাঁর খোঁজ পায় পুলিশ। ওই সন্দেহভাজন ইতস্তত সেখানে ঘুরছিলেন বলে জানা গিয়েছিল। তাঁর সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে পুলিশের। এর পরেই আটক করা হয় ওই ব্যক্তিকে। তবে সেই তথ্যে এল নয়া মোড়। সন্দেহভাজন যে ব্যক্তিকে বান্দ্রা স্টেশন থেকে আটক করা হয়েছে, তিনি সইফের বাড়ির হামালাকারী নয়। এ কথা স্পষ্ট করে পুলিশ।

পুলিশের ওই ব্যক্তিকে আটক করার কিছু ঝলক ইতিমধ্যেই ভাইরাল। সেখানে দেখা গিয়েছে, আটক ব্যক্তিকে বান্দ্রা থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রশাসনের আরও অনুমান, পটৌদীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্দেহভাজন সম্ভবত পোশাক বদলে নেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই ২০টি দল গঠন করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে, প্রযুক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করছে। পাশাপাশি, তথ্যদাতাদের দেওয়া তথ্য অনুসরণ করে বাকি অভিযুক্তদের খুঁজে বার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অনেকেই ভেবেছিলেন, মুল অভিযুক্ত ধরা পড়েছেন পুলিশের জালে। কিন্তু না, সইফের বাড়িতে হামলা চালানো ওই দুষ্কৃতী এখনও অধরা।

পুণের সাংবাদিক বৈঠকে মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যোগেশ কদম জানালেন, ‘সইফ আলি খানের উপর হামলার নেপথ্যে আন্ডারওয়ার্ল্ডের কোনও হাত নেই। অন্ধকার জগতের কোনও গ্যাং এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। পুলিশের কাছেও এরকম কোনও খবর নেই যে, সইফকে কেউ হুমকি দিয়েছিল। তাছাড়া, অভিনেতা তো কোনও অতিরিক্ত নিরাপত্তাও চাননি পুলিশের কাছে। সইফ যদি নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেন, তাহলে আমরা যথাযোগ্য পদক্ষেপ করব।’ তাঁর সংযোজন, ‘হামলাকারীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা।’

সোমবার থেকে জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরের শুরুতেই জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ২০ জানুয়ারি অর্থাৎ সোমবার থেকে জেলা সফরে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সফরকালে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগদানের পাশাপাশি তিনি যেতে পারেন মালদহে খুন হওয়া তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল (বাবলা) সরকারের বাড়িতে।

সূত্রের খবর, আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে জেলা সফরে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সফরের প্রথম দিনেই দুপুর ১টা নাগাদ হাজার দুয়ারির পাশে নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনের মাঠে মুর্শিদাবাদ জেলার পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মমতা। এরপরেই মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি মালদহ যাবেন। মঙ্গলবার ওখান থেকেই পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান সেরে তিনি যাবেন নিহত তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার ওরফে বাবলা সরকারের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন। বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলার পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন মমতা। সেই সঙ্গে মাদারিহাটে পরিষেবা প্রদান এবং বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে তাঁর যোগদান করার কথা রয়েছে। একথায় বলা যায়, আগামী সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি নিজের খাসতালুক মহানন্দাপল্লিতে দুষ্কৃতীদের ছোড়া একাধিক গুলিতে নিহত হন দুলাল সরকার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে এখন অধরা খুনের কারণ। ইতিমধ্যেই বাবলা-খুনের তদন্তে ‘সিট’ গঠন করেছে পুলিশ।

দিল্লির ভোটে বিজেপির ইস্তাহারে নজর কাড়ল ‘মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা’

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি: দিল্লির বিধানসভা ভোট মহিলাদের ভোট নিয়ে লড়াইয়ে এ বার আমআদমি পার্টি (আপ) এবং কংগ্রেসের সঙ্গে শামিল হল বিজেপিও। শনিবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে জানালেন, দিল্লিতে ক্ষমতায় এলে তাঁর দল ‘মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা’ চালু করে প্রতি মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা সাম্মানিক দেবে। পাশাপাশি, প্রতি ৫০০ টাকার রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে। রয়েছে দোল এবং দীপাবলিতে বিনামূল্যে একটি করে সিলিন্ডার দেওয়ার অঙ্গীকারও।

দিল্লির ক্ষমতাসীন আপ সরকার তাদের ‘মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা’ প্রকল্পে বর্তমানে ১৮ বছর ঊর্ধ্ব মহিলাদের মাসে ১০০০ টাকা অনুদান দিয়ে থাকে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, দিল্লিতে ক্ষমতা পুনর্দখল করলে তারা মহিলাদের মাসে ২১০০ টাকা অনুদান দেবে। তার পাল্টা কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে, তারা ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা দেওয়া হবে। এ বার অনুদানের অঙ্কের প্রতিশ্রুতিতে কংগ্রেসকে ছুঁয়ে ফেলল বিজেপি।

২০১৫-র বিধানসভা ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই একের পর এক জনসম্পর্কিত ক্ষেত্রে ভর্তুকি এবং বিনামূল্যের পরিষেবা নীতি চালু করেছিলেন কেজরি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার সমলোচনায় সরব ছিলেন সে সময়। ঠাট্টা করে বলতেন, ‘রেউড়ি রাজনীতি’। এ বার ভোটে কার্যত সেই পথেই পা বাড়িয়েছে বিজেপি। মোদির দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা মাসিক অনুদান, ‘আয়ুষ্মান ভারত’ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা, প্রসূতিদের এককালীন ২১ হাজার টাকা অর্থসাহায্য, ‘অটল ক্যান্টিন’ চালু করে পাঁচ টাকায় পুষ্টিকর খাদ্যবিলির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি এক দফায় দিল্লি বিধানসভার ৭০টি আসনেই ভোটগ্রহণ হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি হবে গণনা।

১২ জন মৃত, ‘নিখোঁজ’ ১৬!

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি: শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘রুশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ১২৬ জন ভারতীয়ের খবর মিলেছে এখনও পর্যন্ত। তাঁদের মধ্যে ৯৬ জনকে ইতিমধ্যেই ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। বাকি ১৮ জনের মধ্যে ১৬ জন এখনও নিখোঁজ।’ রুশ সেনাবাহিতে কর্মরত ভারতীয়দের দ্রুত ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বিদেশ মন্ত্রক ভ্লাদিমির পুতিনের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

জাল্লিকাট্টু প্রতিযোগিতায় এক দিনে ৭ জনের মৃত্যু

চেন্নাই, ১৭ জানুয়ারি : জাল্লিকাট্টু প্রতিযোগিতায় তামিলনাড়ুর বিভিন্ন প্রান্তে এক দিনে মৃত্যু হল সাত জনের। আহত ৪০০ জনেরও বেশি।

জখম ৪০০-র বেশি

শুধু তা-ই নয়, এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দু’টি ষাঁড়েরও মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মাদুরাইয়ের আলাঙ্গানাল্লুরে প্রতিযোগিতার সময় ষাঁড়ের গুঁতোয় আহত হন এক দর্শক। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিবগঙ্গায় এক দর্শক, ষাঁড়ের মালিক এবং একটি ষাঁড়ের মৃত্যু হয়েছে।

অন্য দিকে, কারুরে বছর ছেষট্টির এক দর্শক ষাঁড়ের গুঁতোয় বুকে গুরুতর আঘাত পান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ ছাড়াও পৃথক পৃথক ঘটনায় পুডুকোট্টাই-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৬ জানুয়ারি কান্নুম পোঙ্গল দিবস উপলক্ষে মাদুরাইয়ে জাল্লিকাট্টু পালিত হয়। সেই প্রতিযোগিতা দেখতে এসে ৭০ জন দর্শক আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের আবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুডুকোট্টাই জেলায় এই প্রতিযোগিতা চলাকালীন প্রতিযোগী-সহ দশ জনেরও বেশি আহত হন। অন্য দিকে, ওই জেলারই আরও এক প্রান্তে ১৯ জন আহত হয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই “বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)” কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৭৮ নং এফিডেভিট বলে Anil Bagh S/o. Bato Krishna Bagh ও Anil Kumar Bag S/o. Lt. Bata Krishna Bag সাং কাঁপপুকুর পাইন বাগান মঠ, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৯ নং এফিডেভিট বলে Nitya Gopal Debnath, N. G. Debnath ও N. G. Devnath S/o. Laxmi Narayan Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০১/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪-পরগণা কোর্টে ২৩৩ নং এফিডেভিট বলে Ramen Bhowmik ও Ramen Bhowmick S/o. Rai Mohan Bhowmik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Haridas K. K. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Krishnan K. N. ও Krishnan K. K. উভয়ে সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৯৪ নং এফিডেভিট বলে Amit Kundu S/o. Subhash Kundu ও Amit Kr. Kundu S/o. S. Ch. Kundu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Krishna Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Debnarayan Sarkar ও Narayan Sarkar উভয়ে সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ই জানুয়ারি। ৪ঠা মাঘ। শনিবার, পঞ্চমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলর ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ-হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, তৈয়ব আলীর মৃতান্তে হজরত আলী, নুরাবুল হক, সাজিদুল ইসলাম, আব্দুল বারী, আলেয়া বেওয়া, সাহিদা খাতুন বিবি, তোহিদা বিবি, রমেজান নেসা, মোহানা খাতুন নয় জনের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং মাজেদুল সেখ, পিতা- তৈয়ব আলী, সাং ও পোঃ- রমনা বসন্তপুর, থানা- ডোমকল, পিন-৭৪২৩০৩, পঃবঃ কে বিগত ২৯/০৯/২০২৩ তারিখে ডোমকল সাব রেজিস্ট্রার অফিসে পাওয়ার দলিল নং- 13442/23 আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। মোঃ মোসারফ হোসেন, পিতা- আমিজাদ মন্ডল, সাং- জোড়গাছা, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ পাওয়ার বলে ক্রয় করেছেন, যাঁর দলিল নং- 14953/2023 তাং- ০২/১১/২০২৩, মৌজা- ৩৮ নং রমনা এতবার নগর বসন্তপুর, জমির পরিমাণ ৩.৫ শতক, আর.এস- ৩৬০, এল.আর- ৩৮২। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি/মতামত থাকলে সংশ্লিষ্ট অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবেন নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মোকাম চুঁচুড়া

২০২৪ সালের ৪৫ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

শ্রী পবিত্র কুমার গুপ্ত ওরফে দুলাল গুপ্ত, পিতা - ৺নকুলেশ্বর গুপ্ত, সাকিম - দক্ষিণপাড়া বাইলেন মিলনপল্লী, বাঁশবেড়িয়া, পোষ্ট - বাঁশবেড়িয়া, থানা - মগরা, জেলা -হুগলী, পিন - ৭১২৫০২। ....**দরখাস্তকারী**

বনাম

১) **শ্রী ইন্দ্রাশিষ গুপ্ত,** পিতা - ৺আশিষ কুমার গুপ্ত ওরফে কাজল গুপ্ত, সাকিম ২৮, গোবিন্দ ভবন, দক্ষিণপাড়া বাইলেন, পোষ্ট - বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৫০২।

২) **শ্রীমতী স্মিতা গুপ্ত,** স্বামী - বিধুভূষণ মজুমদার, সাকিম - ২৮, গোবিন্দ ভবন, দক্ষিণপাড়া বাইলেন, পোষ্ট - বাঁশবেড়িয়া, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৫০২।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, জেলা - হুগলী, থানা- মগরার অধীন, দক্ষিণপাড়া বাইলেন, মিলনপল্লী, পোষ্ট - বাঁশবেড়িয়া সাকিমের বাসিন্দা **নকুলেশ্বর গুপ্ত** তাঁহার জীবদ্দশায় বিগত ইংরাজী ২০/০৬/১৯৮৮ তারিখে নিম্ন তপশীলে বিশদভাবে বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া একটি রেজিষ্ট্রীকৃত উইল সম্পাদন করিয়াছিলেন। উক্ত উইলের প্রবেটে গ্রহণার্থে উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত উইল সম্বন্ধে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার ভারপ্রাপ্ত আইনজীবির দ্বারা অত্র আদালতে বক্তব্য পেশ করিলে, নচেৎ এক তরফা বিচার হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা - মগরা, জে.এল. নং ৫৩, মৌজা- বাঁশবেড়িয়া এল.আর. খতিয়ান নং ৮২৫, এল.আর. দাগ নং ৩৬৭৪ বাস্তু সম্পত্তি পরিমাণ ০.০৮৫ একর মায় তদুপরিস্থিত দ্বিতল গৃহাদি এবং ঐ একই মৌজায় এবং ঐ একই খতিয়ানে, এল.আর. দাগ নং ৩৬৭৫ পথ যাহার পরিমাণ ০.০১৬ একর যাহা ৫ নং আদায় বিভাগে ২৮ নং হোল্ডিং ভুক্ত দক্ষিণপাড়া বাইলেন মহল্লাস্থিত বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত হইতেছে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে

স্বা/- রুদ্র নারায়ন ভট্টাচার্য্য (উকিলবাবু)

আদালতে অনুমত্যানুসারে

স্বা/-শ্রীচরন সিং (সেরেস্তাদার)

ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত হুগলী, চুঁচুড়া

আমার মক্কেল নিতাই সাহা, পিতা রামচন্দ্র সাহা মহাশয় গত ইং ২৮/০৯/২০১২ তারিখে হাওড়া এ্যাডি. ডি. সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-৪, ভ্যলুম নং-২, পাতা নং.-২১৩৪ হইতে ২১৪৫, বিয়িং নং-৯৪৯ নং পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে ১। সুশীলা মন্ডল, স্বামী শ্রী সুবল মন্ডল, ২। শ্রীমতী দাস, স্বামী রঞ্জিত দাস, ৩। সুমতি মন্ডল, স্বামী হরিপদ মন্ডল মহাশয়া গনদের নিকট হইতে কোনা মৌজায় সাবেক ১৮ নং হাল ১০৯৪ নং খতিয়ানে সাবেক ২৪২ নং হাল ২৪৪ নং দাগের অংশে কমবেশী ১২ কাঠা ৬ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনও আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল নিতাই সাহা, পিতা রামচন্দ্র সাহা মহাশয় গত ইং ২২/০২/২০১৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডি. ডি. সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-৪, সিডি ভ্যলুম নং-১, পাতা নং.-১৯৩১ হইতে ১৯৪০, বিয়িং নং-১৭০ নং পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে ১। সুভাষ বাড়ুই, পিতা মনিহরন বাড়ুই ওরফে বাড়ে মহাশয়ের নিকট হইতে কোনা মৌজায় সাবেক ১৮ নং হাল ১০৯৪ নং খতিয়ানে সাবেক ২৪২ নং হাল ২৪৪ নং দাগের অংশে ২ কাঠা ৪ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনও আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ ১। হেজবুল্লা মল্লিক, ২। বদরোদ্দোজা মল্লিক, উভয়েই হরিপাল থানার অন্তর্গত কৃষ্ণবল্লভবাটী গ্রামের বাসিন্দা থাকাকালীন গত ইং ০১/১০/২০২৪ তারিখে ৪৩০৪/২০২৪ নং এবং ৪৩০৫/২০২৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলমূলে ধনিয়াখালী ব্লক মধ্যস্থ বাগনান মৌজার অন্তর্গত আর.এস. ২২ নং দাগ হইতে আগত হাল এল.আর. ২৩ নং দাগের সম্পত্তি জমীর আলি মল্লিক (পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী হোল্ডার) এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত জমীর আলি মল্লিক গত ইং ১৯/০২/২০২৪ তারিখে ধনিয়াখালী রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৭১ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে বাগনান গ্রামের নিবাসী শ্রী অশোক কুমার মালিক দিগরের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামাবলে জমীর আলি মল্লিক আমার মক্কেলগণকে উপরিউক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার পর, আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে ধনিয়াখালী বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah,
Serampore Court
Reg No-WB-1593/2015

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী গীতা দাস** স্বামী রঞ্জিত কুমার দাস এবং বর্তমানে মৃত রঞ্জিত কুমার দাস পিতা-মৃত ক্ষিরোদ বিহারী দাস সাং ৪৫৭, কৈলাসনগর জি, টি, রোড, পোষ্ট- ব্যাণ্ডেল, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী বিগত ইং ০৬/০৮/২০১৩ তারিখে হুগলী ডি,এস,আর-১ এ রেজিষ্ট্রীকৃত ০৫৭৪১ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে **শ্রী বিজয় মোদক** পিতা মৃত গোপাল চন্দ্র মোদক সাং বঙ্কিমকানন চুঁচুড়া (আর, এস), থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির বিক্রয় করিয়াছেন। গত ইং ০৫/০৬/২০২১ তারিখে **রঞ্জিত কুমার দাস** পরলোকগমন করিলে **রঞ্জিত কুমার দাসের ওয়ারিশগণ** যথা- **স্ত্রী শ্রীমতী গীতা দাস**, স্বামী, মৃত রঞ্জিত কুমার দাস, সাং ৪৫৭, কৈলাসনগর জি, টি, রোড, পোষ্ট-ব্যাণ্ডেল, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী। **কন্যা শ্রীমতী অন্তরা** ঘোষ স্বামী শ্রী সুব্রত ঘোষ, সাং- ১৪ বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড, পোষ্ট ও থানা-বালিগঞ্জ, জেলা-দক্ষিন চব্বিশ পরগনা ৭০০০১৯। বিগত ইং ২৪/০৯/২০২১ তারিখে চন্দননগর এ,ডি,এস,আর এ রেজিষ্ট্রীকৃত ০২৭১৪ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে এবং অপর কন্যা **শ্রীমতী আবীরা মিত্র** স্বামী শ্রী বিশ্বদেব মিত্র সাং ১৬এ, কলিরাইড স্ট্রীট, কিউ, ভিক্টোরিয়া ৩১০১ অস্ট্রেলিয়া। বিগত ইং ১০/১২/২০২১ তারিখে কনস্যুলেট গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়াতে রেজিষ্ট্রীকৃত এ,এম,আই,বি/০৮১২২১/০০১১/০১ আমমোক্তারনামা দলিলমূলে **শ্রী সোহম মণ্ডল** পিতা- তপন মণ্ডল সাং উত্তরায়ণ, চুঁচুড়া (আর, এস), থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষনে অত্র বিক্রীত সম্পত্তি বিষয়ক কাহারও যদি কোনরুপ আইনি আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল এন্ড এল.আর,ও, মগরা-চুঁচুড়া ব্লক লিচুবাগান ব্যাণ্ডেল অফিসে সমস্ত কাগজপত্রাদী সহ অভিযোগ জানাবার জন্য আহ্বান জানানো যাইতেছে।

সম্পত্তির তপশীল : জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, মৌজা-কেওটা, জে,এল, নং-৭, ব্যাণ্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এল,আর দাগ নং ১৩৫৭,১৩৫১। এল,আর, খতিয়ান নং ৯৫৬১,৯৫৬২,১৪৮৬০,১৪৮৬১।

রেজিষ্টীকৃত দলিলের বিবরণ:-

১)৫৬৪১/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২১-০৯-২০২২, ২)২৫২৯/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৩-০৬-২০২২, ৩)০৫০২/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/ ১৬-০২-২০২২, ৪)০২৮০/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৮-০১-২০২২, ৫)০৫১৯/ডি,এস,আর-২-হুগলী/২১-০১-২০২২, ৬)০১৮৫/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৫-০১-২০২২, ৭)১১৪২/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/৩১-০৩-২০২২, ৮)০১৮১/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৫-০১-২০২২, ৯)০১২১/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৯-০১-২০২২, ১০) ০৯৩৭/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/ ১৫-০৩-২০২২, ১১)১১৩৮/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/৩১-০৩-২০২২, ১২)২২৫৯/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/০৩-০৬-২০২২, ১৩)৫৪৪৮/ এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৬/০৯/২০২২, ১৪)০৯০১/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/ ১৪-০৩-২০২২, ১৫)০১৭৯/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৫-০১-২০২২, ১৬) ২৮৭৮/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২২-০৬-২০২২ ১৭) ১১৩৯ এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/৩১-০৩-২০২২, ১৮)০৯৭৯/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৬-০৩-২০২২, ১৯) ১০৯২/এ,ডি,এস, আর-চুঁচুড়া/২৮-০৩-২০২২, ২০)১০৩৮/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১০-০২-২০২৩, ২১)২৮৭৬/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২২-০৬-২০২২, ২২) ১৩৫৯/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৫-০৪-২০২২, ২৩)০১৮২/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৫-০১-২০২২, ২৪)০৫১৮/ডি,এস,আর-২/২১-০১-২০২২, ২৫)০৯৭৭/ এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৬-০৩-২০২২, ২৬)০৫১৭/ডি,এস,আর-২/২১-০১-২০২২, ২৭)০৩১৯/ এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/৩১-০১-২০২২, ২৮)০৯৭৮/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/ ১৬-০৩-২০২২, ২৯)৫৬৪২/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২১-০৯-২০২২, ৩০)৫৬৩৪/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/ ১৭-১০-২০২২, ৩১)৭৪০৬/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৫-০৭-২০২৪, ৩২)১৫৯৯/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৭-০৫-২০২২, ৩৩) ১৩৬০/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৫-০৪-২০২২, ৩৪)১৫২২/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১১-০৫-২০২২, ৩৫)৫২৬৪/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/০৯-০৯-২০২২, ৩৬)২৩৩৪/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/০৬-০৬-২০২২, ৩৭)১৫৯৮/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৭-০৫-২০২২, ৩৮)০৯০২/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৪-০৩-২০২২, ৩৯)৬৮০৪/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১০-১১-২০২২, ৪০)৫৪৪৭/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৬-০৯-২০২২, ৪১)৫৬৪০/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২১-০৯-২০২২, ৪২)০৯০০/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৪-০৩-২০২২, ৪৩)৭৯১৪/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৪-১২-২০২২, ৪৪)১৪৫৫৪/ডি,এস,আর-১-হুগলী/২৯-১১-২০১৮, ৪৫)২৫৮০/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/০৮-০৮-২০১৮, ৪৬)১৪৩৫৬/ডি,এস,আর-১-হুগলী/২৬-১১-২০১৮, ৪৭)২৮৬৮/ডি,এস,আর-১-হুগলী/১১-০৩-২০১৯, ৪৮)০৯৩২এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১১-০৩-২০১৯ ৪৯)০৫৫০/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১২-০২-২০১৯, ৫০)১৪৫৪৪/ডি,এস,আর-২,হুগলী/২৯-১১-২০১৮, ৫১)৫৩৫৪/ডি,এস,আর-১,হুগলী/২২-০৫-২০১৯, ৫২)১৮৭৯/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২১-০৯-২০২০, ৫৩)৩৪৯০/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/০১-১১-২০১৯, ৫৪) ১৪৫৫৫/ডি,এস,আর-১,হুগলী/২২-১১-২০১৮, ৫৫)১৪৫৪৫/ডি,এস,আর-১,হুগলী/২২-১১-২০১৮, ৫৬)৬৬২৩/ডি,এস,আর-১,হুগলী/২৫-০৬-২০১৯, ৫৭) ১৪৫৪৩/ ডি,এস,আর-১,হুগলী/ ২৯-১১-২০১৮, ৫৮)৩৪৮৭/এ,ডি,এস,আর,চুঁচুড়া/০১-১১-২০১৯, ৫৯)০৬৮২/এ,ডি,এস,আর,চুঁচুড়া/২৭-০২-২০২০, ৬০)৭২১৫/ডি,এস,আর-১,হুগলী/১০-০৭-২০১৯, ৬১)৬৯০২/ডি,এস,আর-১,হুগলী/০১-০৭-২০১৯, ৬২)১৫০০৪/ডি,এস,আর-১,হুগলী/১২-১২-২০১৮, ৬৩)০৩৬৯/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/০৭-১২-২০১৮, ৬৪)৮৫৭৯/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৬-০৭-২০২৪, ৬৫)৫৬৪৩/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২১-০৯-২০২২, ৬৬)০২৮১/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৮-০১-২০২২, ৬৭)০৭৭৬/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৩-০২-২০১৮, ৬৮)০৫৫১/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১২-০২-২০১৯, ৬৯)০৯৩১/এ,ডি,এস, আর-চুঁচুড়া/ ১১-০৩-২০১৯, ৭০)০৪০০/এ,ডি, এস,আর-চুঁচুড়া/১০-০২-২০২০, ৭১)০৩৬৮/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/০৭-০২-২০২০, ৭২)২৩৩৩/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/০৭-০২-২০২০, ৭৩)১৪০১৭/ডি,এস,আর-১-হুগলী/১৪-১১-২০১৮, ৭৪) ১৬১৫/এ,ডি,এস, আর-চুঁচুড়া/ ১৬-০৫-২০১৯, ৭৫) ২৮৬৬/ডি,এস,আর-১,হুগলী/১১-০৩-২০১৯, ৭৬) ১১৩৩/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/ ১৯-০৬-২০২০, ৭৭)৪০৭৮/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১৭-১২-২০১৯, ৭৮)৫২৭৫/ডি,এস,আর-১-হুগলী/২১-০৫-২০১৯, ৭৯) ১৫২১/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/১১-০৫-২০২২, ৮০)৫২৭৮/ডি,এস,আর-১,হুগলী/২১-০৫-২০১৯, ৮১) ২৮৬৭/ডি,এস,আর-১,হুগলী/১১-০৩-২০১৯, ৮২)৬০০৩/ডি,এস,আর-১,হুগলী/ ১১-০৬-২০১৯, ৮৩)৪১২৭/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২০-১২-২০১৯, ৮৪)০৩৬৭/ এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/০৭-০২-২০২০, ৮৫)৬৪২৬/ডি,এস,আর- ১,হুগলী/ ২০-০৬-২০১৯, ৮৬)৪৫৪২/ডি,এস,আর- ১,হুগলী/২৪-০৪-২০১৯, ৮৭)০২৮৪/ এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৮-০১-২০২২, ৮৮)৬৩৯৭/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/০৭-১১-২০২২, ৮৯)০ ১৮০/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/ ০৭-০২-২০২২, ৯০)৫৯১৬/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/৩০-০৬-২০২৩, ৯১) ১৩৭৩৫/এ,ডি,এস,আর-চুঁচুড়া/২৯-১১-২০২৪, ৯২) অনুপ মাঝি ও সুস্মিতা দাস।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমত্যা কাজল আদক স্বামী ৺দীনবন্ধু আদক পিতা শ্রী নিধন দাস ওরফে নিধন চন্দ্র দাস সাকিম কুলিয়াপারা, ধোবাপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২ মহাশয়া বিগত ইং 15/06/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5495/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী তারাপদ পাল** পিতা সুধীর রঞ্জন পাল সাকিম বেলতলা লেন, ৩ নং কৃষ্ণপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 23/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2076/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী প্রমোদ শ্রীবাস্তব** পিতা রতনলাল শ্রীবাস্তব সাকিম নন্দনকানন, কোদালিয়া (সিটি), চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল, হুগলী-৭১২১২৩ ও **২)শ্রী সুনীল আহীর** পিতা যোগিন্দর আহীর সাকিম ১ নং কৃষ্ণপুর, কোদালিয়া, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়গণকে সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বেনাভারুই, ১৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৮৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ১১২৬ তথা হাল এল.আর. ১১৯৮ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ১৯ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **১)শ্রী প্রমোদ শ্রীবাস্তব** পিতা রতনলাল শ্রীবাস্তব ও **২)শ্রী সুনীল আহীর** পিতা যোগিন্দর আহীর উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল হরিপাল থানার ইলিপুর গ্রামের নিবাসী মধুমিতা ঘোষ, তিনি গত ইংরাজীর ১৭/০৬/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর-২, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৪৮৩ নং দলিলমূলে তাপস কুমার ঘোষ (পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী হোল্ডার) এর নিকট হইতে হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ইলিপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর, ১ নং দাগের স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত তাপস কুমার ঘোষ গত ইং ২২/০৭/২০১৯ তারিখে হরিপালে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮/২০১৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত পাওয়ার মূলে রেকর্ডেড Owner মৃত মৃত্যুঞ্জয় ঘোষের সকল ওয়ারিশানগনের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। অতঃপর উক্ত আমমোক্তারনামা বলে তাপস কুমার ঘোষ আমার মক্কেলকে উক্ত দলিলমূলে হস্তান্তর করিবার পর বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah,
Serampore Court
Reg No-WB-1593/2015

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল দীপাঞ্জন দাস পিতা- প্রভাত কুমার দাস চিৎপুর থানার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামের নিবাসী থাকাকালীন, হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮০/২০২৪ নং দলিলমূলে মমতাজ বেগমের নিকট হইতে হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ কালুবাটী ভগবতীপুর মৌজার অন্তর্গত হাল ১৬২/ ১০৮৩ নং দাগের সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত মমতাজ বেগম ১৮৮১/২০২১ নং দলিলমূলে সেখ আসফাকের (পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী হোল্ডার) নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। সেখ আসফাক উক্ত সম্পত্তির রেকর্ডেড Owner সেখ সামিম আহাম্মদ এর নিকট হইতে ১৪/১১/২০১৭ তারিখে হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৫/২০১৭ নং আমমোক্তারনামা দ্বারা নিযুক্ত হইবার পর, উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উপরিউক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর হওয়ায়, বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah,
Serampore Court
Reg No-WB-1593/2015

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipur
Dist- Paschim Medinipur
Sucession Certificate Case No.37/2024

Shukla Pal ... Petitioner
-VS-
Paramita Das Roy and another ...Opposite Parties

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কোতয়ালী থানার অধীন মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ রাস্তার সাকিনে স্থায়ী বাসিন্দা মৃত আশীষ কুমার পাল পিতা মৃত গুনধর পাল এর নামিত Indian Red Cross Society West Bengal State Branch এ গচ্ছিত অর্থ সহ প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, Leave Salary সহ যাবতীয় সার্ভিস বেনিফিট পাওয়ার জন্য অধিনা দরখাস্তকারিনী ওয়ারিশান হিসাবে Succession Certificate প্রার্থনায় উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উক্ত মৃত আশীষ কুমার পাল এর নামিত নিম্ন তপশীল বর্নিত অর্থ সম্বন্ধে কাহারো কোনো দাবী বা আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বা উক্ত দিবস স্বয়ং বা নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আইন আনুযায়ী মোকর্দ্দমার নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল গচ্ছিত অর্থের বিবরন

Asish Kumar Pal, employee under Indian Redcross Society, West Bengal State Branch.
a) Gratuity FY 2023-24, Rs. 2,55,172/-
b) Leave Encashment FY 2023-2024, Rs. 1,57,650/,
c) CPF 19.09.2023, Rs. 6,74,244.54/-
Total- Rs. 10,87,066.54/-

তারিখঃ- ইং ০২.০১.২০২৫

অনুমত্যানুসারে;
Laxman Sing
সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩০০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।
A2Advantage Ad Agency, **শেফালী আচার্য,** বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫
মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮
বালি ফটোকপি সার্ভিস, সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান
স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।
রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পের জন্য জমির ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ভূমিহীন উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির উপযুক্ত জমির ব্যবস্থা করে দিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই যাতে ওই উপভোক্তাদের প্রত্যেককে জমি-সহ বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক জেলাকে রাজ্য সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ১২ লক্ষ প্রান্তিক মানুষকে নিজস্ব কোষাগার থেকে বাড়ি তৈরির টাকা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই তা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বাড়ি তৈরির জমি না থাকায় প্রায় ১২ হাজার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা পাঠানো সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, রাজ্য সরকার কোনও উপভোক্তাকেই বঞ্চিত হতে দেবে না। সেজন্য জেলা প্রশাসনকে গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখার কথা বলা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মধ্যেই তাদের জন্য জমির ব্যবস্থা করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়ার অন্যান্য শর্ত পূরণ করলেও জমি না থাকার কারণে যারা বাড়ি পাচ্ছেন না, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের খাস জমির পাট্টা দিয়ে বাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সমীক্ষক দল মারফত এধরনের আবেদনকারীদের তালিকা অতিরিক্ত জেলাশাসক ও ডিএলএলআরও-দের কাছে জমা পড়েছে। এবার তাদের জমি ও বাড়ি পাওয়ার প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দিল রাজ্য।

সিরামিস্ট অমল কুমার গুহকে শ্রদ্ধা অল ইন্ডিয়া পটারি অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিরামিকের জিনিস বাঙালির বাড়িতে থাকবে না তা হয় না। এই সিরামিক শিল্পেই বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন অমল কুমার গুহ। সম্প্রতি ৭৫তম বর্ষ উদযাপন করছে অল ইন্ডিয়া পটারি অ্যাস্যোসিয়েশন। তাদেরই উদ্যোগে এবার সিরামিক শিল্পের অন্যতম স্রষ্টা অমল কুমার গুহকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানাল অল ইন্ডিয়া পটারি অ্যাসোসিয়েশন। যতই হাল ফ্যাশনের জিনিস বাজারে আসুক, সিরামিক শিল্পের কদর আলাদাই। ঐতিহ্যও আলাদা এই সিরামিক শিল্পে বাংলার অমল কুমার গুহর ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও তিনি একজন সফল সিরামিস্ট হিসেবে পরিচিত। ৭ জানুয়ারি তাঁর ছিল জন্মদিন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর এই বিশেষ দিনে অল ইন্ডিয়া পটারি অ্যাসোসিয়েশন শহর কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে তাঁর হাতে তৈরি সকল শিল্পকলাকে তুলে ধরল এক সেমিনার আয়োজন করে। স্বভাবতই যা অত্যন্ত গর্বের অমল কুমার গুহর পরিবারের কাছে। এই মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন তাঁর পুত্র শুভম গুহ ও পুত্র বধূ চান্দ্রেয়ী গুহ। সমগ্র অনুষ্ঠানেই অমল কুমার গুহর কর্মকাণ্ডের স্মৃতি চারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

তন্তুজ পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান হলেন স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য তাঁত শিল্পী সমবায় সমিতি তন্তুজ-এর পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে ফের নিযুক্ত হলেন রাজ্যের প্রাণি সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। আগামী পাঁচ বছর তিনি ওই পদের দায়িত্ব সামলাবেন। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকে তিনিই তন্তুজের পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। বাম আমলে লোকসানে চলা এই সংস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে লাভজনক হয়ে উঠেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সংস্থার লাভের অঙ্ক ছিল প্রায় ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থবর্ষে লাভের পরিমাণ আগের বছরকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্বপনবাবু বলেন, 'বামেরা ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার সময় ১৭২ কোটি টাকা লোকসানে চলত তন্তুজ। সেই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই পুনরায় এই দায়িত্ব আমাকে দেওয়ার জন্য।'

শিয়ালদা বিভাগে পূর্ব রেলের একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম-ডানকুনি, বালিঘাট-বালিহল্ট স্টেশনে ওভার ব্রিজের পুরনো স্টিল গার্ডার প্রতিস্থাপনের জন্য ১০০ ঘণ্টার মেগা ব্লক করার সিদ্ধান্ত জানালো পূর্ব রেল। সোমবার পূর্ব রেল একটি নির্দেশিকাতে জানিয়েছে আরও একটি বিশাল পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পদক্ষেপ নিতে শিয়ালদা বিভাগের দমদম-ডানকুনি বিভাগের বালিঘাট এবং বালিহল্ট-এর মধ্যে রেল ওভার ব্রিজের পুরনো স্টিল গার্ডার প্রতিস্থাপন করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ রেল ব্রিজটি প্রায় ৯৫ বছর আগে ব্রিটিশ শাসনের সময় নির্মিত হয়েছিল। ব্রিজ নম্বর ১৫/সিসিআর-এ অবস্থিত স্টিল গার্ডারটি বয়সজনিত কারণে অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এই রেল ওভার ব্রিজটি অবিলম্বে প্রতিস্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যাতে নিরাপত্তা এবং লাইন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। নতুন আরসিসি বক্সের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে এই বিভাগে ট্রেনের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধাও বৃদ্ধি পাবে। পুরনো স্টিল গার্ডার অপসারণের পরে ট্র্যাকটি প্রতিস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি, এই বৃহত্তর পরিকাঠামোগত কাজের সময় দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং ও এসঅ্যান্ডটি কাজও সম্পন্ন করা হবে।

নার্সদের জন্য নয়া নির্দেশিকা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেবার মতো মহান পেশার সঙ্গে জড়িত তাঁরা। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের নার্সদের বিরুদ্ধে রোগী এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত দুর্ব্যবহারের ভুরিভুরি অভিযোগ। ভাল করে কথা বলা কিংবা রোগী পরিবারকে পথ্য নিয়ে ভাল করে বোঝানো ধাতে নেই অধিকাংশ নার্সদের। বরং অনেকেই নিজেদের কেউকেটা ভাবেন। সরকারি হাসপাতালের নার্সদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের এমনই সব অভিযোগের পাহাড় জমতেই এবার নড়েচড়ে বসল রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবনের তরফে নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যের নার্সিং কর্মীদের সতর্ক করা হয়েছে। ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, রোগী কিংবা পরিবারের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করলে, রোগীদের যত্নে ফাঁক থাকলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্বাস্থ্য ভবনের ওই নির্দেশিকা যে ভিমরুলের চাকে ঢিল মেরেছে তা বোঝা গিয়েছে সিপিএম, এসইউসিআই পন্থী নার্স সংগঠনের তথাকথিত নেত্রীদের কথাতেই। তাদের বক্তব্য, 'নার্সদের জন্য এমন নির্দেশিকার প্রয়োজন ছিল না।'

রাজ্যের সরকারি হাসপাতলের চিকি ৎসক ও নার্সদের ব্যবহার নিয়ে সিপিএম জমানা থেকেই অভিযোগ ছিল আম আদমির। কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে নার্সদের দাঁতখিচুনি দেখতে হয়, কড়া ধমক খেতে হয় বলে অভিযোগ রোগী এবং তার পরিবারের সদস্যদের।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি ২০২৫, ৪ মাঘ, শনিবার

রিঙ্গার ল্যাকটেটের স্যালাইনকে ক্লিনচিট মুম্বইয়ের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বিষাক্ত' স্যালাইনের জেরে প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ। এরপরই সেই স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থার ওই স্যালাইন-সহ একাধিক ওষুধ পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্বাস্থ্য ভবন। এদিকে আবার পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের সেই রিঙ্গার ল্যাকটেটকেই ক্লিনচিট দিল মুম্বইয়ের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাব। কর্নাটক সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয় ওই সংস্থার স্যালাইন। এরপরই ক্লিনচিট দেওয়া হয়। ল্যাবের রিপোর্ট সামনে আসার পরই ফুঁসে উঠলেন চিকিৎসকরা।

কয়েকদিন আগে মেদিনীপুর মেডিক্যালে এক প্রসূতির মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের ওই স্যালাইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। তড়িঘড়ি স্বাস্থ্য ভবন ওই স্যালাইন-সহ সংস্থার ১০টি ওষুধ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকারি হাসপাতালগুলিকে নির্দেশিকা পাঠায়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্র-রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল আধিকারিকরা চোপড়ার কারখানা থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলি মুম্বইয়ের ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। সেই পরীক্ষাতে কিছু পাওয়া যায়নি বলে মুম্বইয়ের ল্যাবের তরফে জানানো হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টে যে জনস্বার্থ মামলা জারি হয়েছে, তার ভিত্তিতে মুম্বইয়ের ল্যাবের রিপোর্ট রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জমাও করা হয়।

যদিও এই স্যালাইনে নিষেধাজ্ঞা জারি রাখছে রাজ্য। তার কারণ, একটা পণ্যকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য যে যে প্রক্রিয়া, সেই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি ওই সংস্থা। আর একবার পরিদর্শন হবে। তারপর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে নিষেধাজ্ঞা তোলা হতে পারে।

মুম্বই ল্যাব ক্লিনচিট দেওয়ার পর জুনিয়র ডাক্তাররা প্রশ্ন তোলেন, এই রিঙ্গার ল্যাকটেটের স্যালাইনগুলি তুলে নেওয়ার দরকার কী ছিল তা নিয়ে। সঙ্গে তাঁরা এও জানান, তাহলে এই স্যালাইনগুলিই চালানো হোক। তাঁদের বক্তব্য, চিকিৎসকরা দেখছেন যে এই স্যালাইনগুলি দেওয়ার পর রোগীদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ইউরিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি চিকিৎসকরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অভিযোগ করেছিলেন এই প্রশ্নও ওঠে।

স্যালাইন কাণ্ডে রাজ্যপালের দ্বারস্থ সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্যালাইন কাণ্ডে এবার রাজ্যপালের দ্বারস্থ সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম। চিকিৎসকদের সাসপেন্ড করে আসল ঘটনার মোড় ঘোরানোর চেষ্টা চলছে। এই অভিযোগ তুলে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিও জানান তাঁরা। সূত্রে খবর, শুক্রবার ই-মেইলের মাধ্যমে রাজ্যপালকে এই দাবি জানায় সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম।

সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের অভিযোগ, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে মৃত প্রসূতির ময়নাতদন্তের রিপোর্টেই স্পষ্ট স্যালাইন অথবা ওষুধের বিষক্রিয়ার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের দায় এড়াতে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনার দায় চিকিৎসকদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আবার এদিনই 'ক্লিনচিট' পেয়ে যেতে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের স্যালাইন। মুম্বইয়ের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির রিপোর্ট বলছে এতে কোনও সমস্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি। যে নমুনা কারখানা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তাও ক্লিনচিট পেয়েইছে সঙ্গে ডিসেম্বরে রাজ্য-কেন্দ্রের যৌথ পরিদর্শনে সংগৃহীত নমুনাও ক্লিনচিট পেয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। বিতর্কিত সংস্থার বিরুদ্ধে নিম্নমানের স্যালাইন সরবরাহের অভিযোগ করেছিল কর্নাটক সরকার। সংস্থার বিরুদ্ধে ডিসিজিআইয়ের দ্বারস্থ হয় কর্নাটকের স্বাস্থ্য দপ্তর। চলছিল চাপানউতোর। এবার সেই বিতর্কের মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে মুম্বইয়ের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির সেই রিপোর্ট জমা করছে স্বাস্থ্য ভবন।

শনি থেকে রবি ভোর, দক্ষিণ কলকাতায় বন্ধ জল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সকাল থেকে জলহীন থাকবে দক্ষিণ কলকাতা, অন্তত এমনটাই জানানো হয়েছে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে। শনিবার ১৮ জানুয়ারি সকাল ৯টার পর থেকে পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায়। কলকাতা পুরসভার বোরো ৮, ৯ , ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকছে। ১২ নম্বর বোরোতে আংশিকভাবে বন্ধ থাকছে। এই বোরোগুলির মধ্যেই রয়েছে কালীঘাট, রানিকুঠি, গড়ফা, গার্ডেনরিচ, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা, জোকা, কসবা, মহেশতলা, বজবজ এবং চেতলার মতো এলাকাগুলি। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে পরিষেবা বন্ধের কথা জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুরসভা। ফলে শনিবার সকাল থেকে দুর্ভোগের মুখে পড়তে চলেছেন এই সব অঞ্চলের বাসিন্দা। সবথেকে বেশি প্রভাব পড়তে পারে কালীঘাট, রানিকুঠি, গড়ফা, চেতলা, গল্ফগ্রিন, লায়েলকা, বেহালা, সিরিটি, দাসপাড়া বাঁশদ্রোণি, গান্ধি ময়দান, সেন পল্লি, প্রফুল্ল পার্ক, পর্ণশ্রী, মেটিয়াবুরুজ, শকুন্তলা পার্ক, কসবার মতো এলাকাগুলিতে। এর কারণ হিসেবে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পে বিভিন্ন বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে কাজ হবে। একইসঙ্গে পাইপলাইনে ভালভ ও মেরামতির কাজও করা হবে। সে কারণেই এই সাময়িক শাটডাউন। তবে ভোগান্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। পুরসভা সূত্রে খবর, রবিবার সকাল থেকে ফের স্বাভাবিক হয়ে যাবে পরিষেবা।

কলকাতায় রবিবার মিলবে না গ্রিন লাইন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে, যোগাযোগ ভিত্তিক ট্রেন নিয়ন্ত্রণ (সিবিটিসি) সিস্টেমের পরীক্ষার জন্য ১৯ জানুয়ারি, রবিবার গ্রিন লাইনে কোনও পরিষেবা থাকবে না। স্বাভাবিক গ্রিন লাইন পরিষেবা গ্রিন লাইন ১ এবং গ্রিন লাইন-২ এ পরবর্তী পরামর্শ না দেওয়া পর্যন্ত নিয়মিতভাবে চালু থাকবে।

প্রসঙ্গত, ব্লু লাইনের পরিষেবার সংখ্যা ২৪৮ থেকে বাড়িয়ে ২৬২ করা হয়েছে। এরফলে, সকাল ও সন্ধ্যায় হেডওয়ে ৭ মিনিট থেকে কমিয়ে ৬ মিনিট করা হয়েছে। যা চলানো হয় সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত।

হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের আবাসনে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীতের দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ছবি কলকাতায়। হঠাৎই নজরে আসে আবাসনের ছাদে জ্বলছে আগুন। চারপাশ ঢেকে গিয়েছে কালো ধোঁয়ায়। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। আবাসনের বাসিন্দাদের তৎপরতার সঙ্গে অন্যত্র সরানোর কাজ শুরু হয়। এই অঞ্চলে রয়েছে বহু বহুল। পুরনো কলকাতার এই অংশে একটি বাড়ি থেকে অপর বাড়ির দূরত্বও বেশি নয়। ফলে বিল্ডিং-এর বাসিন্দারাও রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দমকল সূত্রে খবর, কলকাতার ৯ নম্বর হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটে রয়েছে ওই আবাসন। তারই ছাদে আচমকা

আগুন লেগে যায় শুক্রবার দুপুরে। যেহেতু ওই আবাসনে বহু পরিবার বসবাস করে, তাই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বসবাস করেন ওই আবাসনে। তাঁদের দ্রুত বের করে আনা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দমকলের তরফে এখনও কোনও কারণ স্পষ্ট করে জানানো হয়নি। উপস্থিত দমকলের এক আধিকারিক জানান, এটা ছিল একটি ৬ তলা বাড়ি। ওই বাড়ির ৬ তলার ওপর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। সেখানেই আগুন লাগে। তবে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিকে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু জানিয়েছেন, দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন ছড়ানোর কোনও সম্ভাবনা নেই। সঙ্গে এও জানান, সিনিয়র আধিকারিকদের পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে। তাঁদের সঙ্গে কথাও বলেছেন তিনি। এরপরই দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

বাড়ি জ্যাকিং আপে কড়া পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঘাযতীনের ঘটনায় এবার কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের। বাড়ি জ্যাকিং আপ নিয়ে এবার কড়া হচ্ছে পুর ও নগরায়ণ দপ্তর। বাড়ি জ্যাকিং আপ করতে পুরসভা থেকে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। পুরসভা থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে কাজ হবে, সেখানে মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট দেখতে হবে। পুরসভা সন্তোষজনক রিপোর্ট দিলে তবেই করা যাবে কাজ। নির্দেশে এও বলা হয়েছে যে একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে কাজ হবে। তাঁর রিপোর্টই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। পাশাপাশি যে সংস্থা কাজ করবে তাদের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হবে। বিনা অনুমতিতে কাজ হলে ব্যবস্থা নেবে পুরসভা।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার বাঘাযতীনের বিদ্যাসাগর কলোনিতে হেলে পড়ে প্রমোটার সুভাষ রায়ের তৈরি করা চার তলার একটি বহুতল। ফলে মাথার উপরে ছাদ হারায় আটটি পরিবার। বাঘাযতীনে বহুতল হেলে পড়া কাণ্ডে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে শহর জুড়ে। এদিকে অভিযোগ জলা জমির উপরে নিয়ম ভেঙে বহুতল নির্মাণ করার কারণেই এই বিপত্তি ঘটে।

শুধু তাই নয়, পুরসভাকে না জানিয়ে হরিয়ানার একটি সংস্থাকে দিয়ে ওই বহুতল সোজা করার কাজ করাচ্ছিলেন ওই প্রমোটার। এই ঘটনার পরেই প্রশাসনিক তরফে বাড়ি তৈরি ও বেআইনি নির্মাণ নিয়ে আরও কড়া হয়েছে পুরসভা ও রাজ্য পুর ও নগরায়ন দফতর। ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত প্রমোটার সুভাষ রায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বকখালির একটি হোটেল থেকে সুভাষ রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বাংলায় গণবিস্ফোরণ না হলে মমতাকে সরানো যাবে না: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের ২৮ নভেম্বর ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন রেবা রাহার দায়ের করা একটি মামলায় তলব পেয়ে শুক্রবার বেলায় ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিডি ডিপার্টমেন্টে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। টানা দু'ঘণ্টা বাদে ডিডি অফিস থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, 'বাংলায় গণবিস্ফোরণ না হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরানো যাবে না।' তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ জেহাদি শাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সেইসঙ্গে গণবিস্ফোরণ করতে হবে। অন্যথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা থেকে হটানো যাবে না। বারবার তলব নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে গেরুয়া শিবিরের লড়াকু সৈনিক বলেন, পুরসভার পুরপ্রধানের কি কাজ, সেটাও তদন্তকারীরা জানেন না। এদের বসিয়ে তদন্তের নামে তাঁদের অযথা সময় নষ্ট করাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এতে পুলিশের ভাবমূর্তি তলানিতে চলে যাচ্ছে। পুরপ্রধানের কাজের ব্যাখ্যা এখন তদন্তকারীদের দিতে হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের ইউনিয়ন তুলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ ওয়েল ফেয়ারের নামে শান্তনু বিশ্বাস লুটেপুটে খাচ্ছেন। ডিডি অফিস চত্বরে দাঁড়িয়ে এদিন অর্জুনের ছেলে তথা ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, তাঁর বাবা তৃণমূলে থাকাকালীন সমস্ত মামলা 'হোল্ড আপ' ছিল। তখনও তো তদন্ত করা দরকার ছিল। কিন্তু বাবা যেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গেলেন। পুনরায় তদন্ত শুরু হয়ে গেল। হয়রানি রুখতে পবন বলেন, আদালতে আইনি লড়াই জারি থাকবে। তাঁর কথায়, বিজেপি করলে দুর্নীতি চোখে পড়ে। তৃণমূল করলে দুর্নীতি দেখা যায় না। ব্যারাকপুর ডিডি অফিসে যাবার আগে জগদ্দলের মজদুর ভবনে প্রাক্তন সাংসদের কটাক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এখন দলদাসে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনিক কাজ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নিজের নেত্রীকে খুশি করার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তৃণমূলের পুলিশে পরিণত হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়ে পশ্চিম বাংলাকে সর্বনাশ করছে। তাঁর দাবি, ২০১৬ সালে পি পি পি মডেলে প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের কোম্পানি একটা আবাসন তৈরি করেছিল। পুরসভা ২০১৮ সালে সিসি দিয়েছে। তবুও বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে পুরসভা ২০২৪ সালে মামলা করেছে। যিনি এফআইআর করেছেন, তিনি নিজে সই করেন না। তাঁর ছেলে-মেয়ে সই করেন। তাঁর বক্তব্য, এই মামলায় পুলিশ মুখ থুবড়ে পড়বে। কারণ, ওই জমিটা পুরসভার নয়। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জগদ্দল থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় ফের তাঁকে আগামী ২১ জানুয়ারি তলব করেছে ডিডি ডিপার্টমেন্ট। এপ্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, 'বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেহাদিদের দিয়ে খুনের চক্রান্ত করছে। এটা বলার জন্য ভাটপাড়া পুরসভার একজন কাউন্সিলর তাঁর বিরুদ্ধে জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, উনি এই মামলা সিবিআই কিংবা ইডিকে দিয়ে তদন্ত করাক। অন্যথায়, আগামী ২১ জানুয়ারির পর তিনি এই মামলার তদন্তভার এনআইএ-কে দেওয়ার জন্য আদালতের দারস্থ হবেন। স্যালাইনকাণ্ড নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করা হল। অথচ স্যালাইনের যোগানদারকে এখনও গ্রেপ্তার করা হল না। তাঁর সংযোজন, বামআমলে কীট কেলেঙ্কারিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গোবিন্দ সারদাকে গ্রেপ্তার করিয়েছিলেন। কিন্তু স্যালাইন কাণ্ডে ঘোষ বাবুকে গ্রেপ্তার করা হল না। এই ঘোষ বাবুকে মমতার পুলিশ খুঁজে বের করতে পারবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় এজেন্সি ঠিক খুঁজে বের করবে।

ডিগ্রি ভাঁড়িয়ে চিকিৎসা, বিধাননগর কমিশনারেটের তলব আসফাকুল্লাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিগ্রি ভাঁড়িয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে চিকিৎসার অভিযোগে এবার আরও বিপাকে আরজি করের আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া। শুক্রবার আসফাকুল্লাকে সমন পাঠাল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। আগামী সোমবার সকাল ১১টার মধ্যে তাঁকে পুলিশ কমিশনারেটে হাজিরা দিতে হবে বলে নোটিসে উল্লেখ রয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অভিযোগে তাঁর কাকদ্বীপের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালায়। সূত্রে খবর, কাগজের এক বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে, জুনিয়র চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়ার নিজের নামের পাশে লেখা এমএস(ইএনটি) ডিগ্রি। আর তা ঘিরেই যত বিতর্কের সূত্রপাত। আরও অভিযোগ, প্রাইভেটে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করছেন আসফাকুল্লা নাইয়া, যা নিয়ম বহির্ভূত। এনিয়ে সল্টলেকের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় অভিযোগ দায়ের হয় তাঁর বিরুদ্ধে। সেই মামলায় আদালতের সমন নিয়ে বৃহস্পতিবার কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্টে আসফাকুল্লার বাড়িতে পৌঁছেছিল পুলিশ। চলে তল্লাশিও। বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পথে নামেন জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো, দেবাশিস হালদাররা, কিঞ্জল নন্দরা। তাঁদের অভিযোগ, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠায় আসফাকুল্লার বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ পুলিশের।

যদিও সেসব উড়িয়ে তৃণমূলের মিডিয়া কমিটির অন্যতম সদস্য কুণাল ঘোষ দাবি করেন, আন্দোলন করার সঙ্গে আইন ভাঙার কোনও সম্পর্ক নেই। একজন জুনিয়র চিকিৎসক হিসেবে প্রাইভেটে চিকিৎসা এবং ভুয়ো ডিগ্রি দেখিয়ে তিনি আইন ভেঙেছেন। সেইমতো পদক্ষেপ করা হয়েছে। এর বেশি কিছুই নয়। যদিও পুলিশি তলব নিয়ে আসফাকুল্লার প্রতিবাদী স্বর নেই। তবে আসফাকুল্লা জানান, 'পুলিশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। সোমবার যাব। তাঁরা যা জানতে চাইবেন, জবাব দেব। যদি প্রয়োজন মনে করি সঙ্গে আইনজীবীকে নিয়ে যাব।'

সম্পাদকীয়

সর্বভারতীয় দলের সুবিধা হবে জেনেও ‘এক দেশ, এক ভোট’ বাতিল করা যায় না

‘এক দেশ এক ভোট’ নীতির ফলে সর্বভারতীয় দল বিজেপি সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। এই প্রস্তাবিত নীতির ‘সুবিধা’ এবং ‘অসুবিধা’ প্রায় সমান-সমান। স্বাধীনতার পরে দীর্ঘ দিন লোকসভা ও সব রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন নির্বিঘ্নে এক সঙ্গেই হয়েছে। ভুললে চলবে না, ভারতে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র টিকে আছে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির কল্যাণেই। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে বর্তমান ৩৬টি বিধানসভায় প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক আঞ্চলিক দল আছে। এদের মধ্যে এক রাজ্যে অন্য আঞ্চলিক দলের ‘প্রবেশ নিষেধ’ হলেও কেন্দ্রে ক্ষমতার অংশীদার হতে দিল্লিতে গিয়ে হাতে হাত মেলাতে তাদের অসুবিধা নেই। তাই আঞ্চলিক দলগুলি রাজ্যে কুস্তি করেও কেন্দ্রে গিয়ে দোস্তি করে। এক-একটা রাজনৈতিক দলের ‘মতাদর্শ’ এক-এক রকম। বাস্তবে পরিবারতান্ত্রিক আঞ্চলিক দলগুলির কোনও ‘মতাদর্শ’-ই নেই। তারা শুধু মাত্র নিজেদের দলের, এমনকি পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ‘অভিভাবক’-হীন রাজনৈতিক দল বা জোটে কেউ কাউকে মানে না। শুধুমাত্র আঞ্চলিক দলগুলির সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন হলে, তা হবে একপ্রকার মাথাহীন দেহ, মাথার অভাবে বিভিন্ন দলগুলি যেমন-খুশি বা নিজের দলের নেতৃত্বের কথামতো চলতে থাকবে। ‘অভিভাবক’-হীন ওই সরকারের আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থেও লড়ালড়ি করবে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক বন্যায় ‘ইন্ডিয়া’ জোটেরই শাসনাধীন অন্য এক রাজ্যকে দায়ী করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সর্বভারতীয় দলের শাসনাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনে যে বাধ্যবাধকতা থাকে তা ওই সরকারের থাকবে না। তাই কংগ্রেস দলের ক্ষমতা যত কমে যাক না কেন ওই সর্বভারতীয় দলকে এখন ‘পছন্দ’ করছে না কোনও আঞ্চলিক দল। ফলে শত সুবিধা থাকলেও, ‘এক দেশ এক ভোট’ হলে শুধুমাত্র সর্বভারতীয় দল সুবিধা পেয়ে যাবে, এই যুক্তিতে তা বাতিল করা যায় না।

শব্দবাণ-১৬৫

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের পরিমাপের একক ৩. শ্রীকৃষ্ণ ৬. জমজমাট, গুলজার ৭. হুঁশিয়ার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দেবদেবীকে অনিবেদিত পশুমাংস ২. আইনসম্মত ৪. তাসের এক খেলা ৫. প্রশস্ত ললাট।

সমাধান: শব্দবাণ-১৬৪

পাশাপাশি: ১. গুজিয়া ২. ঘটনা ৫. অচলা ৮.তবক ৯. পড়ন্ত।

উপর-নীচ: ১. গুঞ্জন ৩. নাজানি ৪. কোচল ৬. বুহিত ৭. ভদন্ত।

জন্মদিন

আজকের দিন

বিনোদ কাম্বলি

১৯৩৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বীরবাহাদুর সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিনোদ কাম্বলির জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মনিকা বেদির জন্মদিন।*

মকর সংক্রান্তির অমৃত কুম্ভ প্রয়াগে নেই, আছে মানুষের জীবনসত্যে !

স্বপনকুমার মণ্ডল

কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর কালকূট অমৃত সন্ধানী। আর তাঁর যাত্রাও শুরু হয়েছে সেই ‘অমৃত কুম্ভের

সন্ধানে’, ১৯৫৪-র মাঘ মাসে। নামকরণই শুধু নয়, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমের প্রয়াগে কুম্ভমেলায় ‘অমৃত কুম্ভ’-এর কথাও বর্তমান। বালিয়া জেলার অধিবাসী হয়েও কর্মসূত্রে কলকাতার শহরতলির কারখানার আঠাশ বছরের কর্মী ক্যানসারাক্রান্ত মৃতপ্রায় অবস্থায় যে কুম্ভমেলার পুণ্যার্থী হয়ে ট্রেনে উঠেছিল, সেও কালকূটের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে, ‘জান না অসুরের চোখে ফাঁকি দিয়ে দেবতারা তাঁদের অমৃত কুম্ভ প্রয়াগ-সঙ্গমে লুকিয়ে রেখেছিলেন?’ প্রয়াগের এই অমৃত কুম্ভের কথা ঐতিহ্যবাহী হয়ে উঠেছে। কালকূটও জানিয়েছেন তা শোনার কথা। অথচ কুম্ভমেলায় যাওয়ার কথায় ভ্রমণকাহিনির সূচনা থেকেই কালকূটের মুখে ধর্মীয় চেতনায় না যাওয়ার কথা বার-বার তুলে ধরেছেন সমরেশ। শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে যে কোনোরকম ধর্মীয় আবেগ বা চেতনা সক্রিয় ছিল না, তা বোঝানোর জন্য প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে সেকথায় সক্রিয় হয়েছেন। ভ্রমণ কথার সূচনাতেই তিনি নিজে থেকেই কুম্ভমেলায় যাওয়ার কারণ বিষয়ে অবতারণা করেছেন ‘বৈচিত্র্যের সন্ধান, আমাদের মনেরই সন্ধান। মানুষ খোঁজার ছলে আমরা মন খুঁজি। তাই বন্ধু যখন বিদ্রুপ করে বললে, ‘কেন যাচ্ছ কুম্ভমেলায়? ধর্ম করতে নাকি?’ ধর্মের নামে যে-হিসাবে ধার্মিক বোঝায়, আমি তা নই, আবার বিধর্মীও নই।....কিন্তু তখন বন্ধুকে বলেছিলাম, ‘ধর্মান্ধ কিনা জানি নে, তবে মানুষ দেখতে যাচ্ছি। আমাদের সবকিছুতে সাধ মিটতে পারে। সাধ মেটে না মানুষ দেখে, মানুষ চেখে। মানুষের চেয়ে বিচিত্র এ সংসারে আর কী আছে?’ আসলে কালকূটরূপী সমরেশকে এভাবে স্বেচ্ছায় কুম্ভমেলায় যাওয়ার জন্য জবাবদিহির নেপথ্যে দুটি বিষয় সক্রিয় ছিল। প্রথমত, তিনি কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি যে কোনোরকম ধর্মভাবাপন্ন হয়ে ভ্রমণে বের হননি, কিংবা ভ্রমণকাহিনি লেখেননি, তা সহজবোধ্য করার জন্য। শুধু তাই নয়, তিনি কোনো প্রথাগত ভ্রমণকাহিনিও লেখেননি। আসলে কালকূট ভ্রমণে নয়, পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর মনটি ছিল বাউলের, কিন্তু হৃদয়টি ছিল গৃহীর। ফলে তাঁর মন উচাটন আর নিঃশ্বাস সঘন নয়। আবার তাঁর ভাবের তন্ময়তা নেই, কিন্তু জিজ্ঞাসার দ্বারে তিনি ভিখারি। এজন্য তাঁর চলিষ্ণু মনের দোলায় পরিভ্রমণ কখনওই অভিসার হয়ে ওঠেনি, হয়েছে সত্যান্বেষণী বিহার। আর এই সত্যান্বেষণের মধ্যেই রয়েছে কালকূটের নিজস্ব বিশেষত্ব, আপন ধর্ম। এজন্য কুম্ভমেলায় পৌঁছে প্রাণের দরজা খোলার জন্য চাবি হয়ে কুলুপ ছিদ্রের মধ্যে ঘোরার বাসনা ব্যক্ত করেই জানিয়েছেন ‘কেন এলাম ছুটে উদ্‌ভ্রান্তের মত। দেখব বলেই তো। ভারতের এই বিচিত্র আরশিতে নিজের মুখটি ভাল করে যাচাই করব বলেই তো এসেছি। সে মুখ আমার মন। আমার ধর্ম।’ আবার কালকূটই বলেছেন, ‘এসেছিলাম অমৃতের সন্ধানে।’

আসলে কালকূটের অমৃত কুম্ভ সন্ধানেই কালকূটরূপী সমরেশের পরিভ্রমণের সদিচ্ছা জেগেছিল এবং তাতেই তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন । এজন্য তিনি মানুষের মন-প্রয়াগে অমৃত কুম্ভের সন্ধানে নেমেছিলেন। তাঁর অমৃত জীবনসত্যে আবর্তিত। ‘ঈশ উপনিষৎ’ (১৫)-এ সেই অমৃতের কথা বলা হয়েছে

‘হিরন্ময়েন পাত্রেণ সতস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।’

অর্থাৎ ‘হিরণ্য পাত্রে সত্যের মুখখানি ঢাকা পড়েছে। সত্যধর্মের উপলব্ধির জন্য সেই আবরণটি সরিয়ে দাও।’ কালকূট সেই ‘আবরণটি সরিয়ে’ দিয়ে অমৃতরূপ সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। ফলে প্রয়াগের কুম্ভমেলাতেই তাঁর ‘অমৃত সন্ধানে’র অনুসন্ধিৎসা শেষ হয়ে যায়নি, বাকি জীবনেও তা সক্রিয় ছিল। কেননা সেই অমৃত সন্ধানই পার্থিব মরণশীল মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা। সমরেশ বসু কালকূটের মাধ্যমে তাতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’র মধ্যে সেই অমৃত সন্ধানী মনটি তাঁর সদা সক্রিয় ছিল। সেক্ষেত্রে কালকূটের দৃষ্টি তীর্থস্থান অপেক্ষা তীর্থযাত্রীদের মধ্যেই বিচরণ করেছে। তাদের সংস্কারান্ধ মনের প্রতি তাঁর গভীর দৃষ্টি পাঠককে সচকিত করে তোলে। শুধু তাই নয়, তাদের জীবনদর্শনের প্রতি কালকূটের সত্যান্বেষী মন সদা জাগ্রত। হাওড়া ট্রেনে উঠে যাত্রা করা থেকে বাড়িতে ফেরা পর্যন্ত তাঁর সেই মন সক্রিয় ছিল। এজন্য প্রয়াগ থেকে বাড়ি ফিরে আসার সময় কালকূটের মনে অসংখ্য বিচিত্র প্রকৃতির পুণ্যার্থী মানুষের মুখ ভিড় করে আসে ‘অমৃতের সন্ধানে গিয়েছিলাম। কী নিয়ে ফিরে এলাম জানিনে। কেবল যেদিকেই ফিরি, সেইদিকেই বড় ভারী। সকলের কথা, সকলের মুখগুলি একে একে মনে পড়ছে।’ কিন্তু তারপরেও তাঁর অমৃত সন্ধান শেষ হয়ে যায়নি। তীর্থ ফেরত পুণ্যার্থীকে পা ধুইয়ে দিতে হয় বলে বুড়ি অবলা বাগদিনী কালকূটের পায়ে এক কলসি জল ঢেলে দেয়। এজন্য কালকূট তাঁর অসমাপ্ত যাত্রার কথা বলে ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’র ইতি টানেন ‘যাত্রার শেষ কোথায়? ঘরের কাছে এসে অবলা বাগদিনী আমাকে নতুন অমৃত সন্ধানের জলধারা দিল পায়ে। সন্ধানের শেষ কোথা?’ আর সেই সন্ধানে কালকূটের পথ চলা চরৈবেতি। সেক্ষেত্রে তাঁর ‘কোথায় পাবো তারে’ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

আসলে কালকূটরূপী সমরেশকে এভাবে স্বেচ্ছায় কুম্ভমেলায় যাওয়ার জন্য জবাবদিহির নেপথ্যে দুটি বিষয় সক্রিয় ছিল। প্রথমত, তিনি কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি যে কোনোরকম ধর্মভাবাপন্ন হয়ে ভ্রমণে বের হননি, কিংবা ভ্রমণকাহিনি লেখেননি, তা সহজবোধ্য করার জন্য। শুধু তাই নয়, তিনি কোনো প্রথাগত ভ্রমণকাহিনিও লেখেননি। আসলে কালকূট ভ্রমণে নয়, পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর মনটি ছিল বাউলের, কিন্তু হৃদয়টি ছিল গৃহীর। ফলে তাঁর মন উচাটন আর নিঃশ্বাস সঘন নয়। আবার তাঁর ভাবের তন্ময়তা নেই, কিন্তু জিজ্ঞাসার দ্বারে তিনি ভিখারি। এজন্য তাঁর চলিষ্ণু মনের দোলায় পরিভ্রমণ কখনওই অভিসার হয়ে ওঠেনি, হয়েছে সত্যান্বেষণী বিহার। আর এই সত্যান্বেষণের মধ্যেই রয়েছে কালকূটের নিজস্ব বিশেষত্ব, আপন ধর্ম।

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবাসীদের প্রতিভাই বিশ্ব দরবারে ভারতবাসীর ঐক্য সুর

প্রদীপ মারিক

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত এনআরআই সম্প্রদায়ের মধ্যে নেটওয়ার্কিং করার জন্য প্রবাসী ভারতীয় দিবস আয়োজন করা খুবই উপযোগী। প্রবাসীদের বিভিন্ন সেক্টরে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে সক্ষম করে। ওড়িশার ভুবনেশ্বরের জনতা ময়দানে ১৮ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বললেন, ‘ভারত এক ঐতিহ্যময় দেশ সেই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্বকে বলতে পারি, যুদ্ধ নয়, ভগবান বুদ্ধের শান্তির বাণীই হল ভবিষ্যৎ’। এই অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানান, বিশ্বের কাছে ভারতীয় জনগোষ্ঠী দিনে দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতীয়রা বসবাস করেন সেই প্রবাসী ভারতীয়দের তিনি দেশের দূত হিসেবেই দেখেন।

মাতৃভূমির সাথে মানসিক সংযোগ করে মোদি সরকারের পাশে থেকে বিশ্ববাসীর জন্য গবেষণা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নাম বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেন প্রবাসী প্রতিভাই। বিশ্ব দরবারে ভারতীয় নেতৃত্বের সর্বাধিক অংশগ্রহণের জন্য প্রবাসীদের সম্ভাব্যতা, দক্ষতা এবং ক্ষমতাকে কাজে লাগানো অপরিহার্য। ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত এবং সমৃদ্ধ ভারত যাত্রায় তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য মোদি সরকার সক্রিয়ভাবে প্রবাসীদের সাথে সম্পৃক্ত। প্রায় ৩০ মিলিয়ন প্রবাসী ভারতীয় সারা বিশ্বে বিরাজমান। অনেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি বৈশ্বিক শাসন প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, তাদের ভারতের পক্ষে বৈশ্বিক আলোচনা ভারত ও বিশ্বের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যা ভারতের বৈশ্বিক প্রভাবের প্রমাণ, জাতীয় গর্বের উৎস এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের অনুঘটক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৯ই জানুয়ারী, ১৮ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। প্রতি দুই বছরে একবার উদযাপিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতীয় প্রবাসীদের তাদের স্বদেশে অবদানকে জন্য সম্মানিত করা হয়। মহাত্মা গান্ধী ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার স্মরণে ৯ জানুয়ারী প্রবাসী দিবস হিসাবে পালন করা হয়। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতবর্ষ কে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র ভারতীয়দের জীবনকে উন্নত করেননি বরং স্পষ্ট লক্ষ্য ও আকাঙ্খার সাথে পরাধীনতার মুক্তির সম্ভবনা কে জাগিয়ে রেখেএকটি প্রধান উদাহরণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন একজন অনাবাসী ভারতীয় বা প্রবাসী হিসেবে যিনি ভারতে পরিবর্তন ও অগ্রগতি তরান্বিত করেছেন। এই বছরের প্রবাসী ভারতীয় দিবসের থিম ছিল, ‘ভিক্ষিত ভারতে প্রবাসীদের অবদান।’ বিদেশ মন্ত্রক এবং ওড়িশা সরকার যৌথভাবে প্রবাসী দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ১৮ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন শুরু হয়েছিল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এনআরআই এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন ‘ভিক্ষিত ভারত’-এর সন্ধানে। বিশ্বব্যাপী ভারতের উপলব্ধি বাড়ানোর ক্ষেত্রে তরুণ প্রবাসীদের ভূমিকার প্রশংসা করে জয়শঙ্কর বলেছেন, ভারতবর্ষ ‘বিকিসিত ভারত’-এর দিকে যাত্রা শুরু করেছে। প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০০৩ সাল থেকে প্রতি বছর নিয়মিত হয়ে আসছে। প্রবাসী দিবস বিদেশী সম্প্রদায়কে সরকার এবং তাদের পূর্বপুরুষদের দেশের জনগণের সাথে পারস্পারিক প্রযুক্তি প্রদান কর্মকন্ডের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। এই কনভেনশনগুলি বিভিন্নভাবে বসবাসকারী বিদেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে নেটওয়ার্কিং করার ক্ষেত্রে খুব কার্যকর এবং প্রবাসীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে সক্ষম। প্রবাসী ভারতীয় দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্তটি এল এম সিংভির সভাপতিত্বে ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় প্রবাসীদের উপর উচ্চ স্তরের কমিটির (এইচএলসি) সুপারিশ অনুসারে নেওয়া হয়েছিল । ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী , ৮ ই জানুয়ারী ২০০২ তারিখে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনের একটি অনুষ্ঠানে কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করেন এবং ৯ই জানুয়ারী ২০০২ এ ‘প্রবাসী ভারতীয় দিবস’ ঘোষণা করেন। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর রাষ্ট্রপতি ক্রিস্টিন কার্লা কাঙ্গালু ছিলেন এই বছর অর্থাৎ ১৮ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবসের প্রধান অতিথি। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর রাষ্ট্রপতি ক্রিস্টিন কার্লা কাঙ্গালু বলেছেন, ‘বিশ্বের উন্নয়নে ভারতের অবদানগুলি অসাধারণ কারণ বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টি ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তক্ষশীলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।’ ২০১৬ সালে যখন প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন দ্বিবার্ষিকভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তখন বিদেশ মন্ত্রকের প্রবাসী ভারতীয় দিবস কনভেনশনের জন্য একটি নতুন লোগো প্রয়োজন ছিল। একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় ধ্বব্দ্রড পোর্টালের মাধ্যমে ক্রাউডসোর্স করা হয়েছিল এবং বিজয়ী দেবাশিস সরকারকে বিদেশ মন্ত্রক এবং কর্ণাটক সরকার একটি যৌথ প্রেস কনফারেন্সে পুরস্কৃত করেছিলেন এবং ১৪ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবসে ই নতুন লোগোটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। স্রষ্টার মতে লোগোটির পিছনের দর্শনটি ছিল মানবশৃঙ্খল বিশ্বজুড়ে আমাদের ভ্রাতৃত্ব এবং শক্তিকে চিত্রিত করে, ‘অশোক চক্র’ সহ ত্রিবর্ণের চাঁদোয়া মানবজাতির উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অবদান এবং ‘ভারতীয়’ এবং ‘প্রবাসীদের শান্তিপূর্ণ উপস্থিতি প্রদর্শন করে, যার মাধ্যমে চিত্রিত হয় বিশ্বময় ভারতীয়দের অবস্থান। প্রবাসীদের সম্মান জানানোর জন্য এই দিবসের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিদেশী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সরকার এবং দেশের স্থানীয় জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত এনআরআই সম্প্রদায়ের মধ্যে নেটওয়ার্কিং করার জন্য প্রবাসী ভারতীয় দিবস আয়োজন করা খুবই উপযোগী। প্রবাসীদের বিভিন্ন সেক্টরে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে সক্ষম করে। ওড়িশার ভুবনেশ্বরের জনতা ময়দানে ১৮ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বললেন, ‘ভারত এক ঐতিহ্যময় দেশ সেই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্বকে বলতে পারি, যুদ্ধ নয়, ভগবান বুদ্ধের শান্তির বাণীই হল ভবিষ্যৎ’। এই অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানান, বিশ্বের কাছে ভারতীয় জনগোষ্ঠী দিনে দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতীয়রা বসবাস করেন সেই প্রবাসী ভারতীয়দের তিনি দেশের দূত হিসেবেই দেখেন। প্রবাসী ভারতীয়দের ‘রাষ্ট্রদূত’ হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, বিভিন্ন দেশে গিয়ে সেখানে থাকা ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা হলে তিনি যারপরনাই আনন্দ পান মোদি প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বার বার বলওছেন, ‘আমি আপনাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ ভুলতে পারব না সে সব আমার সঙ্গেই থাকে।’ প্রবাসী ভারতীয়রা সঙ্কটে পড়লে ভারত সরকার তাঁদের পাশে থাকবে এটা সরকারের দায়িত্ব বলেও উল্লেখ করেছেন মোদি। তিনি আরো বলেছেন, ‘আজও আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ আপনাদের জন্য আমি মাথা উঁচু রাখার সুযোগ পেয়েছি বিগত ১০ বছরে আমি বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে দেখা করেছি তাঁরা সবাই তাঁদের দেশে থাকা ভারতীয় জনগোষ্ঠীর প্রশংসা করেছেন এর অন্যতম কারণ, আপনাদের সামাজিক মূল্যবোধ ’ তাঁর মতে, ভারত শুধু গণতন্ত্রের মাতৃভূমি নয়, গণতন্ত্র এখানে মানুষের জীবনের অঙ্গ ,এখন বিশ্ব ভারতের কথা শোনে। যখনই ভারতীয় যুবকরা বিদেশে যায়, তারা দক্ষতা নিয়ে যায়। ভারত শুধু একটি তরুণ দেশ নয়, দক্ষ যুবকদেরও দেশ। নরেন্দ্র মোদি প্রবাসীদের জন্য একটি বিশেষ পর্যটন ট্রেনের উদ্বোধন করেন। ট্রেনটি দিল্লির নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে। এই ট্রেনটি দেশজুড়ে পর্যটন ও ধর্মীয় গুরুত্বের একাধিক গন্তব্যে যাবে। সারা দেশ এবং বিদেশ থেকে প্রায় ৭০০০ এন আর আই এবং অতিথিরা প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৮ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনে ২৭ জনকে সম্মানজনক প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি সমস্ত পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের জন্য কাজ করার জন্য তাদের প্রশংসা করেন। দ্রৌপদী মুর্মু ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন কার্লা কাঙ্গালুকে ধন্যবাদ জানান, যিনি পুরস্কারের অন্যতম প্রাপক। প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পুরস্কার বিদেশী ভারতীয়দের দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মান। পুরস্কারপ্রাপ্তরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রবাসীদের দ্বারা অর্জিত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর বিশ্বাস প্রবাসী ভারতীয় দের দক্ষ প্রতিভাই গবেষণা এবং উদ্ভাবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নতুন চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হবেন।

কোন্নগরে মহিলার বিতর্কিত ছবি তোলার অভিযোগে গ্রেপ্তার সিপিএম নেতার ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মহিলার নিতম্বের ছবি তুলে গ্রেপ্তার সিপিএম নেতার ছেলে। তিনি আবার পেশায় ঝালমুড়ি বিক্রেতা। দীর্ঘদিন থেকেই কোন্নগরে ঝালমুড়ি বিক্রি করছেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ঝালমুড়ি বিক্রির পাশাপাশি দীর্ঘদিন থেকেই এই ধরনের অশালীন কাজ করে আসছেন তিনি। মদ্যপ অবস্থাতেও থাকেন দীর্ঘসময়। একাধিকবার নিষেধ করলেও শোনেনি। এলাকার ব্যবসায়ীরা বলছেন, এ ধরনের কাজ করতে একাধিকবার নিষেধ করা হলেও, কোনও কথাই কানে তোলেনি রানা। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর দোকানে দুই বোন ঝালমুড়ি কিনতে আসে। অভিযোগ, সেই সময় লুকিয়ে একজনের নিতম্বের ছবি তোলেন রানা ইন্দ্র নামে ওই যুবক। হাতেনাতে ধরা পড়াতেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আটকে করে নিয়ে যায় কোন্নগর ফাঁড়ির পুলিশ।

প্রসঙ্গত, এই রানা ইন্দ্র আবার কোন্নগরের সিপিএম নেতা বাসুদেব ইন্দ্রের ছেলে। তাই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ঘটনাকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও চাপানউতোর শুরু হয়েছে। খোঁচা দিয়েছেন কোন্নগর পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান স্বপন দাস। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, মহিলাদের অসম্মান করে সিপিএম। আবার মহিলাদের সম্মানের জন্য রাত জাগে মিছিল করে।

অভিযোগকারী মহিলা জানাচ্ছেন, প্রায়শই তাঁরা মার্কেটে আসেন। ওই ঝালমুড়ির দোকান থেকে ঝালমুড়িও খান। বৃহস্পতিবার রাতেও এসেছিলেন। তিনি বলছেন, ‘ওই সময় রানা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। আমার দিদি আমাকে বলে ও আমার ছবি তুলছে। আমি প্রতিবাদ করতে রানা বলে মহিলাদের বিভিন্ন ছবি তুলতে নাকি তাঁর ভালো লাগে আমি রানার ফোন নিতে গেলে আমার হাত ধরে টানাটানি করে। আমি চিৎকার করলে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে ওকে ধরে পুলিশে দেয়।’

উনি শিশুদের মতোই চান ফোন করে ডাকা হোক, বলাগড়ের বিধায়কের উদ্দেশ্যে রচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিধায়ককে সেভাবে এলাকায় দেখা যায় না। এমনটাই দাবি সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বলাগড়ে গিয়েও যখন বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর দেখা মেলেনি, তখন কিছুটা অসন্তুষ্টই হয়েছিলেন রচনা। তারপর মিটল সব। এলেন বিধায়কও। রচনা বললেন, ‘উনি বেবি হয়ে গিয়েছেন।’

‘গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল’ কমিশনের সদস্যদের নিয়ে বলাগড়ে গঙ্গাভাঙন পরিদর্শনে যান রচনা। কিন্তু তাঁর কর্মসূচিতে এলাকার অন্যান্য প্রতিনিধিদের দেখা গেলেও, বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে দেখা যায়নি। কেন এলাকার বিধায়ককে দেখা গেল না, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রচনা বলেন, ‘উনি তো কোথাও আসেন না। আমরা সবাইকে জানিয়েই এসেছিলাম। কী বলব বলুন? উনি এলে আমরা খুশি হতাম।’ ফোনে সে ভাবে যোগাযোগ নেই, তাই বিধায়ক কেন আসেননি সেটাও জানতেন না রচনা।

এরপর বলাগড় থেকে ফিরে সুগন্ধায় তাঁর অফিসে বিধায়ককে ডেকে পাঠান রচনা। ফোন পেয়ে পৌঁছে যান বিধায়ক। সাংসদের অফিস থেকে বেরনোর সময়ে বিধায়ক মনোরঞ্জন বলেন, ‘উনি সাংসদ হিসেবে আমার কাজের হিসেব চাইতেই পারেন। আমি যা যা কাজ করেছি তার হিসেব দিয়ে দেব।’ তিনি দাবি করেন, তাঁকে ডাকা হয় না, তাই তিনি যাননি।

পরে রচনা বলেন, আসলে উনি শিশুদের মতোই। মনোরঞ্জন চান তাঁকে একটু ফোন করে ডাকা হোক। রচনা বলেন, ‘একেকজন মানুষ একেকরকম হয়। শিশুরা যেমন হয় আর কি। উনিও বেবি হয়ে গিয়েছেন। বেবিসুলভ আচরণ করছেন। ফোন করে বললে যদি উনি আসেন তা হলে আসুন।’ রচনার আশা, আগামী দিনে সঙ্গে থাকবেন মনোরঞ্জন।

মা অন্নপূর্ণা মন্দির সহ বক্রেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন অনুব্রত মণ্ডল। সঙ্গে ছিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

কয়লাখনি শ্রমিকদের নিয়ে এইচএমসির বনভোজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সারা বছর ধরে কয়লা খনির শ্রমিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের অত্যন্ত মূল্যবান কালো হীরা (কয়লা) উৎপাদন করে। আর এই কর্মযজ্ঞে শ্রমিকদের পাশে সবসময় থাকে শ্রমিক সংগঠন।

প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছর ও তিলাবনি কোলিয়ারির শ্রমিক সংগঠন এইচএমসির উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে হল বনভোজন। শুক্রবার ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ার তিলাবনি কোলিয়ারির শ্রমিক সংগঠন তাঁদের কর্মী সমর্থক দের নিয়ে শ্রমিকদের একটু আনন্দ দিতে আয়োজন করেছিল বনভোজনের। পাশাপাশি এদিন এইচএমসির তরফে বহু শ্রমিককে সংবর্ধনা ও বিশেষ স্মারক উপহারও দেওয়া হল। বছরের প্রত্যেকটা দিন একঘেয়ে কাজ করতে করতে এদিনের বনভোজনের আনন্দ নিতে ভুলল না।

এইচএমসির বাঁকোলা এরিয়া সম্পাদক মিন্টু ব্যানার্জি জানান, সারা বছর তাঁরা শ্রমিকদের পাশে থাকেন, শ্রমিকরা কয়লা উৎপাদনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাই বছরের শুরুতেই তাঁদের একটু আনন্দ দেওয়া তিলাবনী কলিয়ারীর সমস্ত খনি শ্রমিক একজায়গায় সমবেত হয়ে একে অপরের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মজায় আলাদা। এদিনের এই বনভোজন অনুষ্ঠানটি হল তিলাবনী ফরেস্টের একটা সুন্দর জায়গায়। উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বেরর বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাঁকোলা এরিয়ার জিএম, এরিয়ার আরও আধিকারিক ও অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও কিছু কর্মীরা। এছাড়াও ছিল এলাকার অন্যান্য কোলিয়ারির এইচএমসির কর্মী ও নেতারা।

চূড়ান্ত পরিদর্শনে এগোল বিষ্ণুপুরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চূড়ান্ত পরিদর্শনের পর আরও একধাপ এগিয়ে গেল বিষ্ণুপুরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া।

শুক্রবার বিষ্ণুপুর শহর লাগোয়া লাইট হাউস এলাকায় পোর্ট ট্রাস্টের অধীনে থাকা একটি জায়গা পরিদর্শনে যান কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের কলকাতা রিজিওনাল অফিসের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার সহ একদল প্রতিনিধি। প্রস্তাবিত জায়গা এবং সেখানে থাকা ভবন দেখে ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দেয় ওই প্রতিনিধি দল। স্থানীয় সাংসদের আশা সব ঠিকঠাক চললে চলতি বছর এপ্রিলের মধ্যেই পথ চলা শুরু করবে ওই বিদ্যালয়।

বাঁকুড়া জেলায় রেল, ফুড কর্পোরেশান, এলআইসি সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার দপ্তর থাকলেও এতদিন বাঁকুড়া জেলায় কোনও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ছিল না। লোকসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বাঁকুড়ার সাংসদ সুভাষ সরকার ঘোষণা করেছিলেন বাঁকুড়া শহর লাগোয়া একটি জায়গায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তৈরি করা হবে। কিন্তু পরবর্তীতে সুভাষ সরকার হেরে যাওয়ায় সেই প্রকল্প চলে যায় বিশ বাঁও জলে।

এরপরই বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বিষ্ণুপুরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে দাবি তুলতে থাকেন। সাংসদের দাবিমতো নতুন বছরের গোড়াতেই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল বিষ্ণুপুরে যায়। ওই প্রতিনিধি দল বিষ্ণুপুর শহর লাগোয়া পোর্ট ট্রাস্টের একটি জায়গাকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী বলে রিপোর্ট দেয়। সেই রিপোর্টের ভিত্তি করে এদিন বিষ্ণুপুর শহর লাগোয়া লাইট হাউস মোড় এলাকায় পোর্ট ট্রাস্টের জায়গা পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের কলকাতা রিজিওন্যাল অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সহ অপর একটি প্রতিনিধি দল।

বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র সঙ্গে নিয়ে প্রস্তাবিত জায়গা ঘুরে দেখেন তাঁরা। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের দাবি, প্রস্তাবিত জায়গাটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত। দ্রুত বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর দাবি, সব ঠিকঠাক চললে চলতি বছর এপ্রিল মাসেই পথচলা শুরু করবে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়।

জমি দখল এবং নয়ানজুলি ভরাটের প্রতিবাদ করে তৃণমূল নেতার হাতে আক্রান্ত বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জমি দখলে বাধা দেওয়ায় তৃণমূল নেতার হাতে প্রহৃত হতে হল দলেরই বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও ছেলেকে। অভিযোগ, ৮৫ বছরের বৃদ্ধার হাত ভেঙে দেওয়া হল। থানায় লিখিত অভিযোগ হওয়া সত্ত্বেও অধরা অভিযুক্তরা। ঘটনাটি নদিয়ার ধানতলা থানার হিজুলী-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হালালপুর গ্রামের। ঘটনার পর শুরু রাজনৈতিক তরজা। দল এবং প্রোমোটারি একসঙ্গে নয়। দলীয় কর্মীদের বার্তায় একাধিকবার নির্দেশের সুরে এই কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো সেটাই ধরা পড়ল নদিয়ায়। দলীয় পদে আসীন তৃণমূল নেতার একচ্ছত্র প্রোমোটারি রাজ তো চলছেই। তার ওপর সেই দলীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে জমি দখল এবং নয়ানজুলি ভরাটের মতো কাণ্ড-কারখানাও চলছে উচ্চ নেতৃত্বের নাকের ডগায়। শুধু তাই নয়, জমি দখল এবং নয়ানজুলি ভরাটের প্রতিবাদ করে তৃণমূল নেতা তথা প্রভাবশালী প্রোমোটারের হাতে আক্রান্ত আশি উর্ধ্ব বৃদ্ধা। মারধর করে হাত ভেঙে দেওয়া হয় তার। আক্রান্ত ওই বৃদ্ধার এক ছেলেও। দু'জনকেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তথা প্রোমোটারের নাম অভিজিৎ সরকার। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তথা প্রোমোটারের নাম অভিজিৎ সরকার। ওই তৃণমূল নেতা দলবল নিয়ে প্রতিবাদী পরিবারটির ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনাচক্রে আক্রান্ত পরিবার আবার তৃণমূলের সমর্থক। গোটা ঘটনাটি নিয়ে ধানতলা থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও, এখনও তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এদিকে, অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই মূল অভিযুক্ত অভিজিৎ সরকার এবং তার সঙ্গীরা পলাতক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আশিয়ানা হাউজিং লি.

CIN: L70109WB1986PLC040864

রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেট এর পরিবর্তে বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার(গণের) কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ বন্ড এবং হলফনামা দ্বারা অনুরোধ গ্রহণ করেছে।

ক্রম নং	নথিভুক্ত শেয়ারহোল্ডরের নাম	এলএফ নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	ডিসটিংটিভ নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	জীতেন্দ্র কুমার	০০০৮৯৩৮	১৭৯১	৩৩২৬২৫১-৩৩২৯৭৫০	৩,৫০০

যেহেতু কোম্পানি বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়াধীন,কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার মেসার্স বিতাল ফিনান্সিয়ার অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রা লি., বিতাল হাউস, ৯৯, মাদাঙ্গির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির এর নিকট, নিউ দিল্লি - ১১০০৬২ ঠিকানায় আপত্তি পাঠাতে পারেন।

আসিয়ানা হাউসিং লি এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান : নিউ দিল্লি
তারিখ : ১৭ জানুয়ারি ২০২৫

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার, রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে ০৩.১১.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা - **শ্রী জহর দাস, পিতা শ্রী রাম লখন দাস ১০০/এইচ/১২, সুরেন সরকার রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০ এবং ৪ এফ, ৫ম তল, কাপা এনক্লেভ, বাবলাতলা মেন রোড, থানা - রাজারহাট, কোল - ৭০০১৩৬** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৬,১৫,৪২৯.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ পনের হাজার চারশ উনত্রিশ টাকা) ০৩.১১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**, নিকট বকেয়া **২৬,১৫,৪২৯.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ পনের হাজার চারশ উনত্রিশ টাকা) ০৩.১১.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪এফ, পঞ্চম তলে,পরিমাণ এবং/বা সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৯৯ বর্গফুট সুদৃশ্য টাইলসের মেঝে জি-৬ তলা ভবনে অবস্থিত জমি ৯ কাঠা ১০ ছটাক ৩৬ বর্গফুট , আরএস দাগ নং ২৭৬৩, ২৭৬৪, ২৭৬৫, ২৮০৯, নথিভুক্ত এলআর দাগ নং ২৭৬৩, ২৭৬৪, ২৭৬৫, ২৮০৯, এলআর খতিয়ান নং২২৪২৩, ২২৪২৪, অবস্থিত মৌজা গোপারপুর, (সড়কের নাম কালীপার্ক বাবলাতলা লিঙ্ক রোড, গোপালপুর),জেএল নং ২, তৌজি নং ২৯৯৮/১২৫৮-১ নং, থানা : রাজারহাট, পরবর্তীতে এয়ারপোর্ট, বর্তমানে নারায়ণপুর, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার বিধাননগর, সল্ট লেক সিটি, হোল্ডিং নং বিএমসি ৪/১৫৮ ব্লক এফ, ওয়ার্ড নং ৭, বর্তমানে ৪। (কালীপার্ক) স্থানীয় বিধাননগর পৌর নিগমের অধীন (পূর্বতন রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১৩৬। এবং অবিভক্ত সম্পত্তির জরি যথাযথ ভাগ অংশ।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২২, পৃষ্ঠা ১০০০৭৩২ থেকে ১০০০৭০, দলিল নং ১৯০৪১৬৫০৫-২০২২ সালের, সম্পত্তি শ্রী জওহর দাস পিতা রাম লক্ষ্মণ দাসের নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ভবন; পি এস এনক্লেভ; **দক্ষিণে :** আর টি স্ট্রাকচার; **পূর্বে :** ২৮ ফুট মেন রোড; **পশ্চিমে :** রাম কুমার কমলা বিদ্যালয়।

তারিখ - ১৭.০১.২০২৫
স্থান - রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রাজ্যে হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম শিলদার শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে এবছরও জেলা এবং রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন শিলদার বাসিন্দা সুব্রত কর্মকার। বেলপাহাড়ি এসসি হাইস্কুলের ইংরেজি বিভাগে সহ-শিক্ষকতার পাশাপাশি কয়েক বছর ধরে কাঠের উপর তিনি তার শিল্প সত্ত্বা ফুটিয়ে তোলার কাজ করে আসছেন। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অস্ত্রশিল্প প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে তিনি যোগ দিয়েছেন। গত ১২ নভেম্বর ঝাড়গ্রামের দেবেন্দ্রমোহন হলে রাজ্য সরকার আয়োজিত জেলাস্তরের এই প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী হয়েছিল। কলকাতায় রাজ্যস্তরীয় প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা হয় এ বছরের ১৫ জানুয়ারি। গতবছরও তিনি জেলা ও রাজ্যস্তরের দুটি প্রতিযোগিতাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

কাঠের তৈরি প্রায় নয় ফুট লম্বা বোড়া সাপের গায়ে দুশোটার মতো বিভিন্ন প্রজাতির নাম পাইরোগ্রাফি করে জেলা ও রাজ্যস্তরে প্রথম হওয়ার পর এবছর তিনি সামুদ্রিক জীবন নিয়ে তার হস্তশিল্প প্রদর্শনী তুলে ধরেছেন।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধুঁকছে ডিহি পার্ক, মুখ ফেরাচ্ছে পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: কয়লাখনি এলাকায় রয়েছে হাতেগোনা কয়েকটি বড় পার্ক । তার মধ্যে অন্যতম হল পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের নবগ্রাম পঞ্চায়েতের ডিহি পার্ক। অণ্ডলের উখড়া থেকে বাঁকোলা রোড ধরে পাণ্ডবেশ্বর যাওয়ার রাস্তার ওপরেই রয়েছে পার্কটি। ২০০০ সালে এই পার্ক গড়ে ওঠে। বর্তমানে যেখানে ডিহি পার্ক রয়েছে আগে সেই জায়গায় ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ইসিএলের একটি খোলামুখ খনি। সেটি পরিত্যক্ত হওয়ার পর সেই জায়গা ভরাট করে ডিহি পার্ক গড়ে ওঠে। এটি গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে প্রয়াত শ্রমিক নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান। মূলত তাঁর আন্তরিক আর উদ্যোগে পার্কটি গড়ে ওঠে।

বিশাল জায়গা জুড়ে পার্কের ভিতর রয়েছে প্রচুর গাছ-গাছালি। আছে জলাশয়, শিশুদের খেলার হরেক রকম সরঞ্জাম। পিকনিক স্পট, পানীয় জলের সুযোগ সুবিধা। এইসব কারণে এই পার্কটি স্থানীয় মানুষের কাছে এতদিন ছিল অন্যতম আকর্ষণ। তবে এবছর পিকনিকের মরশুমে পার্কে ঘুরতে ও পিকনিক করতে আসা পর্যটকরা পার্কটির হাল দেখে হতাশ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আগাছায় ভরে গিয়েছে উদ্যানটি। ভিতরে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে গবাদি পশু। গোবর আর নোংরা পরে যেখানে সেখানে। উদ্যানের ভিতর গবাদি পশুর উৎপাতে বিরক্ত পিকনিক করতে আসা মানুষজন। এক পর্যটক বলেন, একটু অন্যমনস্ক হলেই গবাদি পশু খাবারের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যাচ্ছে। শিশুদের একা ছাড়া যাচ্ছে না।

উদ্যানটির বেহাল দশা প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা নেতা শ্রীদীপ চক্রবর্তী বলেন,‘ উদ্যানটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পার্ক পরিচালন সমিতি রয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ইসিএল থেকেও উন্নয়নের টাকা আসে বলে শুনেছি। তা সত্ত্বেও পার্কের এই হাল, এ থেকে প্রমাণ হয় উন্নয়নের টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে।’ পার্ক পরিচালন সমিতির সম্পাদক অনুপ ভট্টাচার্যকে ফোন করা হলে তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি, তাই পার্কটির বর্তমান বেহাল দশা নিয়ে তার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হরিণের সিং, প্যাঙ্গোলিনের আঁশ সহ ধৃত ২ পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার পাচারের আগেই ধরা পড়ল হরিণের সিং ও প্যাঙ্গোলিনের আঁশ। বন দপ্তরের অভিযানে ধরা পড়ে দুই পাচারকারী। ঝাড়খণ্ড থেকে দুই পাচারকারী কুলটির চলবলপুরে এক ম্যারেজ হলে আশ্রয় নিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল দুর্মূল্যের ওই বন্যপ্রাণের অংশগুলি বিক্রি করা। বৃহস্পতিবার বামাল ধরা পড়ে পাচারকারীরা। চলবলপুর এলাকা ধৃতদের শুক্রবার আসানসোল আদালতে তোলা হয়। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্বার হরিণের ১১টি সিং ও ৭টি প্যাঙ্গোলিনের আঁশ পাওয়া গিয়েছে। ধৃত দুই ব্যক্তির নাম গণেশ প্রসাদ ও সুকুমার বাউরি, দুইজনেই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। সম্বর হরিণের সিং দিয়ে চাইনিজ ঔষধ তৈরি হয়। এক্সক্লিউসিভ অটোমোবাইল পার্টস তৈরি হয়। প্যাঙ্গোলিন শক্ত আঁশযুক্ত ও স্তন্যপায়ী ছোট্ট প্রাণী। শিয়া ও আফ্রিকায় দেখা মেলে প্যাঙ্গোলিনের। জানা গিয়েছে, প্যাঙ্গোলিনের আঁশ দিয়ে তৈরি দামি প্রসাধন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশেও ওষুধের উদ্দেশ্যে প্যাঙ্গোলিনের অংশ ব্যবহার করা হয়। তাই চোরা বাজারে বন্য জীবের অংশ দু'টির বাজারি মূল্য অনেক।

বালিবোঝাই ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা কোতুলপুর থানার কোতুলপুরের একটি লজ সংলগ্ন এলাকায় দু'নম্বর রাজ্য সড়কে বালিবোঝাই ডাম্পারের চাকায় পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম লালমোহন সাঁতরা। বাড়ি কোতুলপুর থানার গাথি এলাকায়।

এদিন কোতুলপুর এসেছিলেন ওই ব্যক্তি কোনও দরকারি কাজে নিজের সাইকেল নিয়ে। কোতুলপুর থেকে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে সামনের দিক থেকে আসা একটি বালিবোঝাই বোঝায় ডাম্পারের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার মুহূর্তের ছবি সিসিটিভি ক্যামেরায় বন্দি। সিসিটিভিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওই ব্যক্তি হঠাৎ করেই তার সাইকেল নিয়ে ডাম্পারের সামনে চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গেই দাম্পারের ধাক্কায় রাস্তার মধ্যেই ছিটকে পরে ওই ব্যক্তি। তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্বাভাবিক ভাবেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। দেহ নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে কোতুলপুর থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা পূর্ণাঙ্গ ঘটনা তদন্ত করে দেখছে কোতুলপুর থানার পুলিশ।

সাঁতারু সায়নী দাসকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান রাষ্ট্রপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সপ্তসিন্ধু পাড় করার নেশায় জড়িয়ে পড়া পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার সাঁতারু সায়নী দাস পেলেন জাতীয় পুরস্কার। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে তেনজিং নরগে অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার এবং ১৫ লক্ষ টাকা রিওয়ার্ড মানি তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই পুরস্কার পেয়ে খুশি সায়নী দাস ও তাঁর পরিবার সহ সমগ্র কালনাবাসী।

সায়নী দাস সপ্তসিন্ধু পার করার লক্ষ্য নিয়ে ২০২৪ সালে নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট চ্যানেল এবং নর্থ চ্যানেল পার হন। ইতিপূর্বে সায়নী দাস ২০১৭ সালে ইংলিশ, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট এবং ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল জয় করেন। এই চ্যানেলগুলি জয়ের পর ২০২২ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ৪৪ কিমি দীর্ঘ মলোকাই চ্যানেল জয় করেন। পরের লক্ষ্য জিব্রালটার চ্যানেল। এই জিব্রাল্টার প্রণালী পূর্বে ভূমধ্যসাগরকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে সংযোগকারী সমুদ্র প্রণালী। এটি উত্তর আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে পৃথক করেছে। এই প্রণালীর উত্তর দিকে স্পেন এবং ব্রিটিশ শাসিত জিব্রাল্টার। আর দক্ষিণাংশে রয়েছে আফ্রিকার মরক্কো এবং সেউটা নামক স্প্যানিশ অঞ্চল। প্রণালিটি ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং এর প্রস্থ অবস্থান ভেদে ১৩ থেকে ৩৯ কিলোমিটার হতে পারে। প্রণালীর মধ্য দিয়ে একটি ৮ কিলোমিটার প্রশস্ত ও ৩০০ মিটার গভীর চ্যানেল চলে গিয়েছে।

দি সাঁত্রাগাছি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

Proclamation of sale of Immovable Property
(West Bengal cooperative Societies Act, 2006)

স্থাবর সম্পত্তি নিলামের ঘোষনা পত্র

(পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১২২ ধারা মতে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতির নিয়মাবলীর ২০১১ এর ১৯১/ ডি/ ৩ অনুযায়ী)
জেলা - হাওড়া, মোকায় ঃ- **দি সাঁত্রাগাছি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ**

ব্যাঙ্কের শাখা	ষষ্ঠিতলা	ঋণদাতা ঃ **দি সাঁত্রাগাছি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ**	আসল, সুদ ও খরচ সহ ব্যাঙ্কের দাবি ঃ-
লোন একাউন্ট নং	১১৭/ ১৯৭৯	স্থানঃ ষষ্ঠীতলা, ডাকঘর, সাঁত্রাগাছি,	৭,৫০,০০০ /- টাকা মাত্র
ওয়ার্ড নং	৪৮	থানা ঃ জগাছা, জেলা ঃ হাওড়া	রিজার্ভ প্রাইস ১৯,২৭,০০০ /-

ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা/ অংশীদার এর বিবরণ ঃ-

ক্র নং	ঋণগ্রহীতা	পিতা/ স্বামী / স্ত্রী	স্থান	পোঃ	থানা	জেলা	মন্তব্য
১	প্রবীর কুমার ঘোষ	স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষ	রামরাজতলা বকুলতলা লেন	সাঁত্রাগাছি	জগাছা	হাওড়া	**নীলামের দিন**-৩০ শে জানুয়ারী, ২০২৫ **সময়** ঃ- বেলা ১২.০০ **স্থান** ঃ- ষষ্ঠীতলা, ব্যাঙ্কের প্রধান শাখা

এতদ্বারা ঘোষনা যাইতেছে যে, ঋণদাতা ব্যাঙ্কের দাবী মায় আসল, সুদ ও খরচ মবলোগে **৭,৫০,০০০/- টাকা** পরিশোধের নিমিত্ত এতদসংলগ্ন তপশীলের লিখিত সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের জন্য **দি সাঁত্রাগাছি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** নিকট বন্ধকীকৃত সম্পত্তি প্রকাশ্যে নিলাম বিক্রয় হইবে। নিম্নের তপশীলের লিখিতমতো দেওয়া সম্পত্তি নিলাম এবং উক্ত ঋণ সংক্রান্ত দায় ও দাবী সমূহ রক্ষিত হবে। নিলাম স্থগিতের হুকুম না থাকিলে **দি সাঁত্রাগাছি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** প্রধান শাখা অফিসে সেল অফিসার কর্তৃক উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ইং **৩০ শে জানুয়ারী ২০২৫ তারিখে বেলা ১২.০০ ঘটিকায়** আরব্ধ নীলামে বিক্রয় হইবে। নীলামের ডাক শেষ হইবার পূর্বে উপরোক্ত দেনার টাকা ও নীলামের খরচ দিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা হইলে নীলাম বন্ধ করা হইবে। নীলাম সর্ব্বসাধারণের স্বয়ং বা রীতিমতো ক্ষমতাপ্রাপ্ত কারপরদাজ দ্বারা নীলামে ডাকিবার নিমিত্ত আহ্বান করা যাইতেছে। তবে পূর্বাহ্নে সেল অফিসারের নিকট গৃহীত সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত উপরোক্ত বা তাঁহাদের তরফের কোন ডাক গ্রাহ্য হইবে না কিংবা রশিদ সিদ্ধ হইবে না।

নীলাম সংক্রান্ত অপরাপর নিয়ম

১) নিম্নের তপশীলের বিবরণ সমূহ ব্যাঙ্কের অবগতিমতে প্রদত্ত হইলো। কিন্তু এই ঘোষণাপত্রে, কোন ভ্রম-প্রমাদ অথবা বর্ণনা বা ত্রুটি থাকিলে তজ্জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী হইবে না।
২) ডাক কি পরিমান বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহা নীলামকারক আধিকারিক স্থির করিবেন। ডাকের টাকা সম্বন্ধে অথবা যে ব্যক্তি ডাক দেন তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিতর্ক উপস্থিত হইলে,লাট তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে তোলা হইবে।
৩) যে ব্যক্তির ডাক সর্বোচ্চ, তিনি আইনগত ডাক দিতে সক্ষম হইলে তাঁহাকে লাটের খরিদ্দার সাব্যস্ত করা হইবে। কিন্তু যদি সর্বোচ্চ ডাকের মূল্য স্পষ্টতঃ এতো কম হয় যে তাহা অগ্রাহ্য করা পরামর্শমসিদ্ধ হয়, তবে আদালত কিংবা নিলামকারক আধিকারিক ইচ্ছাকৃত উক্ত সর্বোচ্চ ডাক অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।
৪) খরিদ্দার বলিয়া সাব্যস্ত হইবার অব্যবহিত পরেই উক্ত খরিদ্দার, শতকরা ২৫.০০ টাকা নিলামকারক আধিকারিকের নিকট জমা দিবেন এবং তাহা না দিলে উক্ত সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নিলামে উঠাইয়া বিক্রয় করা হইবে।
৫) সম্পত্তি নিলামের পর নিলামের তারিখ বাদে, পঞ্চদশ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার পূর্বে মূল্যের সমুদয় টাকা দিতে হইবে, পঞ্চদশ দিন রবিবার বা ছুটির দিন হইলে পঞ্চদশ দিনের পর প্রথম কাছারির দিনে তাহা দিতে হইবে।
৬) উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্যের বাকি টাকা দেওয়া না হইলে, নতুন নিলাম ইস্তেহার জারী করিয়া সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করিতে হইবে। নিলামরে বাবদ আমানত হিসাবে প্রদত্ত টাকা ব্যাঙ্ক উচিত বিবেচনা করিলে বায়েয়াপ্ত করিতে পারিবে এবং উক্ত সম্পত্তি উহা পরে যে মূল্যে বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশ উক্ত মূল্য আদায়ে ত্রুটিকারী খরিদ্দারের কোন দাবী থাকিবে না।

সম্পত্তির তপশীল

বিক্রয় উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম	বিক্রয় উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ								
	ঠিকানা	জেলা	থানা	মৌজা	জে এল নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	স্বত্বের পরিমান	স্বত্বের প্রকৃতি
প্রবীর কুমার ঘোষ	রামরাজতলা বকুলতলা লেন	হাওড়া	জগাছা	সাঁত্রাগাছি	৪	৫৪২	২০৩৬ (পি)	১ কাঠা ১১ ছটাক ১৬ বর্গফুট	বাস্তু জমি

উপরিবর্ণিত সম্পত্তি দি সাঁত্রাগাছি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডে বন্ধক রহিয়াছে এবং সম্পত্তিতে উপরোক্ত ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য কাহারো দাবী নাই।

তারিখ ঃ ১৬/০১/২০২৫

আদেশানুসারেঃ
সঞ্চয়িতা পাত্র
সেল অফিসার (সমবায় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার ও কালিয়াচকের তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় তদারকিতে মালদায় রাজ্য পুলিশের ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার এবং কালিয়াচকের তৃণমূল কর্মী আতাউল হক খুনের ঘটনায় তদারকি করে গেলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি (মহা নির্দেশক) রাজীব কুমার। শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ রায়গঞ্জ থেকে সড়ক পথেই মালদায় আসেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। এরপর সরাসরি পুলিশ সুপারের অফিসে উত্তরবঙ্গের আইজি, ডিআইজি সহ জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজীব কুমার। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ পুলিশ সুপারের অফিসে রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে দেখা করেন মালদা তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি নিহত বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকার।

এদিন দুপুরে পুলিশ সুপারের অফিস থেকে বেরিয়ে রাজীব কুমার সাংবাদিকদের সামনে বলেন, ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ এই কেসগুলি ভালোভাবে দেখ ছে। তদন্ত সঠিক দিকে যাচ্ছে। বাকি সমস্ত বিষয়ে কথা বলবেন মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। এর বেশি রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার আর কোনও কিছু সাংবাদিকদের সামনে বলেননি।

এদিকে এদিন পুলিশি বৈঠকের পর মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যান রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিস্থিতির তদারকি করেন রাজীব কুমার। তিনি মহদিপুর এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও কথা বলেন। সুষ্ঠুভাবে রপ্তানি বাড়ানোর নির্দেশ দেন রাজীব কুমার। পাশাপাশি মহিপুরের বিএসএফের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গেও বিশেষ আলোচনা করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি।

মালদা মহাদিপুরের এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, এই এলাকার ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ করে জোর দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, এদিন দুপুর দেড়টা থেকে কুড়ি মিনিট পুলিশ সুপারের অফিসে রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে একান্তে আলোচনা করেছেন নিহত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকার।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি ইংরেজবাজার শহরের মহানন্দাপল্লি এলাকায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে নৃশংসভাবে খুন হন তৃণমূলের জেলার সহ সভাপতি বাবলা সরকার। পাশাপাশি গত মঙ্গলবার কালিয়াচকের নওদা যদুপুর

গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমিনপাড়া নয়াবস্তি এলাকায় খুন হন আতাউল হক নামে তৃণমূল কর্মী। আক্রান্ত হন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের নির্বাচিত সদস্য এসারুদ্দিন শেখ এবং তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল কমিটির সভাপতি বকুল শেখ। তাঁদের এখনও চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এই দুটি ঘটনায় মূলত পুলিশের সঠিক তদন্তের কথাই এদিন জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। পাশাপাশি এদিন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি কৃষ্ণ নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গেও মালদার নিউ সার্কিট হাউসে একান্তে আলোচনা করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরি জানিয়েছেন, ইংরেজবাজার শহরের পার্কিং রাস্তাঘাট সিসি ক্যামেরার মনিটরিং এসব কিছু নিয়েই এদিন রাজ্য পুলিশের ডিজি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এদিন বিকেলে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার।

কালিয়াচকে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় অবশেষে ৭২ ঘণ্টা পর মূল অভিযুক্ত জাকির শেখকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় কাশিমনগর এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে কুখ্যাত দুষ্কৃতী জাকির শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কর্মী আতাউল হককে খুন এবং দলের দুই নেতার ওপর গুলি করে মাথা থেঁতলে খুনের চেষ্টা অভিযোগ রয়েছে। শুক্রবার মালদায় এসেছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক রাজীব কুমার। বৈঠক করেন জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে। আর তারপরেই জাকির শেখকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় জেলা পুলিশের সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমিনপাড়া নয়াবস্তি এলাকায় সাতসকালে খুন হন তৃণমূল কর্মী আতাউল হক (৫০)। এই ঘটনার সময় নওদা যদুপুর তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সভাপতি বকুল শেখ এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসকদলের নির্বাচিত শাসকদলের সদস্য এসারুদ্দিন শেখের ওপর হামলা চালানো হয়। আহত দুই তৃণমূল নেতা এখনও চিকিৎসাধীন মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এই ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আমির হামজা নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপরই এই খুন এবং হামলার মূল ষড়যন্ত্রী জাকির শেখকে ধরতে ড্রোন উড়িয়ে এবং পুলিশ কুকুর দিয়েও শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। তারপরে গ্রেপ্তার হয় জাকির শেখ। পুলিশ জানিয়েছে, কাশিমনগরের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকেই কুখ্যাত দুষ্কৃতী জাকির শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার মালদা আদালতে পেশ করা হবে।

রশিদ দিয়ে বাংলা বাড়ি প্রকল্পে টাকা নেওয়ার অভিযোগ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশই সার। আবারও বাংলা বাড়ি প্রকল্পের নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি এলাকায়। ডেভেলপমেন্ট ফির নামে ৫০০ থেকে হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ। রীতিমতো রশিদ কেটে এই টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বাংলা বাড়ি প্রকল্পে পঞ্চায়েত কোনরকম হস্তক্ষেপ করবে না এমনটাই নির্দেশ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফ্লেক্স লাগিয়ে বাংলা বাড়ির সংক্রান্ত বিষয়ে সরাসরি প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করার কথা বলা হয়েছে। তারপরও উঠে এলো অন্য ছবি।বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ডেভেলপমেন্ট ফি আদায়ের অভিযোগ উঠতে শুরু করায় প্রশাসনিক তদন্তের মুখে পড়েছে পঞ্চায়েত।

মেমারির এক নম্বর ব্লকের দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে আবাস যোজনা প্রকল্পের প্রাপকদের কাছ থেকে ডেভেলপমেন্ট ফি বাবদ ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। দুই গরিব বিধবা মহিলার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ। রশিদ কেটে উন্নয়ন ফি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে।

আলিপুর গ্রামের সরস্বতী তুরি ও সবিতা দাস। অন্যের বাড়িতে কাজ করে মাটির ঘরেই কোনও ক্রমে দিন কাটান তাঁরা। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ৬০,০০০ টাকা পেয়েছিলেন তাঁরা। তবে এরপর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাছ থেকে রশিদ কেটে ১,০০০ টাকা করে আদায় করেছে বলে অভিযোগ। উপপ্রধান নিতাই ঘোষকে এই বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে ক্যামেরার সামনে রীতিমতো তোতলাতে শুরু করেন।

বলেন, জমির অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এই টাকা নেওয়া হয়। অথচ জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারি নিয়ম মেনে ফি নেওয়ার অধিকার একমাত্র ভূমি দপ্তরের রয়েছে। অথচ পঞ্চায়েত কী ভাবে টাকা নিচ্ছিল সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। ক্যামেরার সামনে সঠিক উত্তর দিতে পারেননি উপপ্রধান। শেষে বলেন, এলাকার উন্নয়নের জন্য টাকা নিতেই হয়। এই ডেভেলপমেন্ট ফির ওপরই পঞ্চায়েত চলে। অথচ দিন আনা দিন খাওয়া এই গরিব পরিবারগুলোর কাছ থেকে কী ভাবে ডেভেলপমেন্ট ফি নেওয়া হয় তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান মূলত মেমারি এক নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জির অনুগামী। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ময়দানে নেমেছে বিজেপি। বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্রের অভিযোগ, রীতিমতো রশিদ দিয়ে আবাস যোজনার নামে কাটমানি আদায় করছে তৃণমূল।

খানাকুলে রাজ্য সড়কের পাশে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে তৎপর স্থানীয় প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমায় মুখ থুবড়ে পড়েছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। বিশেষ করে এই মহকুমার খানাকুল এক নম্বর ব্লকে পরিবেশ দূষণ রুখতে ঘটা করে এই প্রকল্প শুরু হলেও তা একেবারে বন্ধের মুখে। মায়াপুর থেকে জগৎপুর গামী রাজ্য সড়কের রামনগর বাসস্ট্যান্ডের আগে রাজ্য সড়কের পাশেই ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। পচা মুরগির মাংস ও পালক থেকে শুরু করে পচা ফল ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও খানাকুল দুই নম্বর ব্লক পরিবেশ দূষণ রুখতে সাইন বোর্ড টাঙিয়ে আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পচা ফল ও ফলের দোকানের আবর্জনা ফেলার সময় হাতেনাতে ধরলেন প্রধান। বিজেপি পরিচালিত খানাকুল দুই নম্বর অঞ্চলের প্রধান সরস্বতী দাস খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এবং যিনি আবর্জনা ফেল ছিলেন তাকে ধরে ফেলেন এবং আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কেন আইন অমান্য করে রাজ্য সড়কের পাশে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, আবর্জনা ফেলার ফলে ব্যাপক দুর্গন্ধ চড়াচ্ছে এলাকায়। আর এর জন্য অতিষ্ট প্রাণ। অথচ নির্দিষ্ট একটি জায়গায় এই ভ্যাটগুলি আছে। কিন্তু সেখানে না ফেলে রাজ্য সড়কের পাশে ফেলা হচ্ছে। তবে বিজেপি প্রধান এই আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। প্রধান সরস্বতী দাস বলেন, এই রাজ্য সড়কের পাশে আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লুকিয়ে ফেলা হচ্ছিল। হাতে- নাতে ধরা হয়েছে। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এলাকার একাধিকজনের সেই এক অভিযোগ। বর্জ্য পদার্থগুলি পরিষ্কার করা হয়নি বহু মাস। আর এখন থেকে দুর্গন্ধ চড়াচ্ছে। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। নোংরা বর্জ্য পদার্থগুলি পরিষ্কার করা হোক এবং ফেলা বন্ধ করতে হবে।

হাসপাতালে কোয়ার্টারে ঢুকে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: হাসপাতালের কোয়ার্টারে ঢুকে হাসপাতালের গ্রুপ ডি মহিলা কর্মী দীপ্তি কোনা চৌধুরীর গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বুদবুদের মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে। গুরুতর আহত মহিলা কর্মীকে হাসপাতালের কর্মীরা উদ্ধার করে মানকর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করলে সন্ধ্যায় তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঘটনায় হাসপাতাল জুড়ে আতঙ্কিত হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরা ও হাসপাতালের নার্স ও চিকিৎসকরা। হাসপাতালে নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে বলে ক্ষোভ উগরে দেন হাসপাতালের কর্মীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার পুলিশ।

হাসপাতালের সুপার অনুরুদ্ধ ইসলাম জানিয়েছেন,শুক্রবার দুপুরে দুই দুষ্কৃতী হাসপাতালের পিছনের দিকে ওই মহিলার দোতলার কোয়াটারে ঢুকে ওই মহিলার গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে তাঁর চিকিৎসা শুরু হলেও,আঘাত গুরুতর থাকায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এই বিষয়ে তাঁরা হাসপাতালের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানাবেন। ঘটনার পর থেকেই দুই দুষ্কৃতীর সন্ধানে এলাকায় তল্লাশি শুরু করে বুদবুদ থানার পুলিশ। অন্যদিকে হাসপাতালে মোতায়েন করা হয় বুদবুদ থানার পুলিশ কর্মীদের।

হাসপাতালের সিস্টার ইনচার্জ স্বপ্না দাস জানিয়েছেন, হাসপাতালের ভিতরে যে সমস্ত কোয়ার্টারগুলো রয়েছে তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অধিকাংশ কোয়ার্টার ভেঙে পড়ছে। দরজা জানালার অবস্থাও ভালো না। শুক্রবার ডিউটি করার পর ওই মহিলা নিজের কোয়ার্টারে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আনুমানিক সাড়ে ৩টে নাগাদ গুরুতর আহত অবস্থায় নিজের ফোন থেকে ঘটনার কথা জানাতে হাত থেকে ফোন পরে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ সকলে ছুটে গিয়ে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় সকলেই আতঙ্কিত। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন সকলেই। তাঁদের অনুমান, কোয়ার্টারে সম্ভবত চুরির উদ্দেশ্যে ঢুকেছিল দুষ্কৃতীরা। দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সকলে।

আবারও ফেক ভিডিও বানিয়ে সন্দেশখালিকে উত্তপ্ত করার চক্রান্ত!

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: আবারও চক্রান্ত সন্দেশখালিতে। ফের ফেক ভিডিও ভাইরাল করে সন্দেশখালিকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা। অভিযোগ সন্দেশখালি ১ নম্বর বিডিও অফিসের পাশে বহু ভোটার কার্ড ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি পাওয়া গেছে। এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে এক ব্যক্তিকে বক্তব্য দিতেও দেখা গেছে। কিন্তু সেই ভিডিও এর কোনঙ সত্যতা পাওয়া যায়নি। এমনকী যে ব্যক্তি বক্তব্য দিয়েছেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তার কথায় অসংলগ্নতা ধরা পড়েছে বলে পুলিশের দাবি। বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার হোসেন মেহেদী রহমান জানান, আমরা প্রাথমিক ভাবে তদন্ত করে দেখেছি যে ভিডিও পাওয়া গেছে তার কোনও সত্যতা নেই। আমাদের প্রাথমিক অনুমান ভিডিওটি ফেক। তবুও আমরা তদন্ত করে দেখছি। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন জানান, আমারদের ব্লক অফিসের কাছে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। ভিডিওতে যে কার্ডগুলি দেখা গেছে সেগুলি অনেক পুরনো দিনের। এখন এমন ভোটার কার্ড তৈরি হয় না। অমরা পুলিশকে তদন্ত করে দেখার জন্য অনুরোধ করেছি। পুলিশ তদন্ত করছে। ফলত আমাদের প্রাথমিক অনুমান ভিডিওটি ফেক ভিডিও। সন্দেশখালির তৃণমূল ব্লক সভাপতি দিলীপ মল্লিক জানান, এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। আবার সন্দেশখালিকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এখানে সন্দেশ হাব হচ্ছে। এতে এলাকার মানুষ আর্থিকভাবে সচ্ছল হবে। সন্দেশখালির এই উন্নয়নে বিরোধীদের পায়ের তলার রাজনৈতিক মাটি সরে যাচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। তবে এই ভোটার কার্ডের ভিডিওকে কেন্দ্র করে আসরে নেমেছে বিজেপি। তাদের দাবি, এটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার ফল। শেখ শাহাজাহানের সময় এই ভোটার কার্ড বিলি করা হয়নি। আটকে রাখা হয়েছিল। এখন পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডে ধড়-পাকড় চলছে তাই এগুলো বাইরে ফেলে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাইছি।

পদ্মা নদীর পার থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগরপাড়া: মুর্শিদাবাদে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। এবার মাটি মাফিয়াদের থাবা পড়েছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের পদ্মার চর এলাকায়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পদ্মা নদীর পার থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগ উঠল মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার চর কাকমারী ১৪ নম্বর পয়েন্টের কাছাকাছি পদ্মা নদীর পাড় ঘেঁষে মাটি কাটার অভিযোগ উঠল। জেসিবি দিয়ে দশ থেকে পনেরোটি ট্রাক্টরে করে মাটি কাটা হচ্ছে রাত দিন। কোনও বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই মাটি কাটার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় কৃষকরা। কৃষক ও স্থানীয়দের দাবি, এভাবে মাটি কাটলে বর্ষার পাড় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি পদ্মা নদীর গর্ভে জমি বিলিন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ চরের কৃষক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। মাটি কাটার অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মাইনুল হকের বিরুদ্ধে। যদিও তিনি জানিয়েছেন এই মাটি কাটার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগরপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে বেশ কয়েকটি ট্রাক্টর আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আটক করা হয়েছে কয়েকজনকে।

মাটি আর বালি মাফিয়াদের অবৈধ কারবার রুখতে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সজাগ হতে বলেছেন। মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরেও মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য একই জায়গায় থমকে রয়েছে। যদিও এদিন ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে গ্রেপ্তারের পাশিপাশি বেশ কয়েকটি ট্রাক্টর আটক করেছে পুলিশ।

কালনা চতুর্থ বইমেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: চতুর্থ বর্ষের কালনা বইমেলার সূচনা হলো মহা ধুমধামে। একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মেলা চলবে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। কালনার শিক্ষক, ছাত্র-যুব এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বইমেলায় থাকছে ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা। স্থানীয় এবং বহিরাগত শিল্পী সমন্বয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শতাধিক স্টল করা হয়েছে এই বইমেলা চত্বরে। ৮২টি নামীদামি প্রকাশনা সংস্থা এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করবে। এছাড়াও থাকবে বিভিন্ন রকম খ াবারের স্টল। এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ত্রিদিব মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টজনরা।

মেলা শেষ! আপন মনে সাগরের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন শিব ঠাকুর

সিদ্ধার্থ সিংহ

বৃহস্পতিবার রাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে মেলা কমিটি ঘোষণা করে দিয়েছে, মেলা শেষ। নিলাম ডেকে সাগরের লোকজনের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে অস্থায়ী যাত্রী নিবাসগুলো। যাঁরা দোকান দিয়েছিলেন তাঁরা এখন মালপত্র নিয়ে ফিরে যাওয়ার তোড়জোড় করছেন। বাঁশখুঁটি খোলার কাজ চলছে। একটা মা কুকুর তার তিনটি ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে এত দিন পর ফাঁকা জায়গা পেয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুরো ছবিটাই আমূল পালটে গেছে। সকালে ৬ নম্বর সমুদ্রতটে বিদ্যুৎ, আবাসন, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কৃষি এবং পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, পরিবহণ দপ্তরের স্নেহাশিস চক্রবর্তী, অগ্নিনির্বাপন ও জরুরি পরিষেবা বিষয়ক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুজিত বসু, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর এবং পর্যটন দপ্তর যাঁর হাতে সেই ইন্দ্রনীল সেন ছাড়াও জেলাশাসক সুমিত গুপ্তারা ঝাঁটা হাতে নিয়ে যে সাফাই কাজ শুরু করেছিলেন, দিনের শেষে গোটা মেলা চত্বরটাই একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সরকারি হিসেব মতে, মেলায় আসা প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ তীর্থযাত্রীর মধ্যে সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন ১৩,৬৭২ জন। পুলিশ, প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তৎপরতায় ১৩,৬৫১ জনকে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাকি ২১ জনকে পৌঁছে দেওয়া হবে তাঁদের বাড়িতে।

লোকজনের স্রোতে যেখানে পা রাখাই যাচ্ছিল না, এখন সোজাসুজি মন্দিরমুখী সেই দু'নম্বর রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে।

অথচ এতটুকুও পালটায়নি সাগরের ঢেউ। ভাঁটা হলে যেমন পার থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, তেমনিই সরে যাচ্ছে। আবার জোয়ার এলেই আছড়ে পড়ছে পাড়ে।

তারই মধ্যে আপন মনে সাগরের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন শিব ঠাকুর। ছবিতে আমরা যেমন শিব ঠাকুরকে দেখি হুবহু সেই রকম। ঝট করে দেখলে মনে হবে স্বয়ং শিব।

নাহ, উনি শিব নন। প্রৌঢ়ত্বে পা রাখা ষাটোর্ধ্ব দীপক মণ্ডল। থাকেন ডায়মন্ড হারবার থানা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে বদরতলা গ্রামে। তিনি হঠাৎ শিব সাজতে গেলেন কেন? জিজ্ঞেস করতেই বললেন, আমি তো গৌরবৃত্তি করেই খাই। আমি সাত রকম সাজি। শিব, নেতাজি, বাবা বামুনগাছি, নারায়ণ, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আর বিবেকানন্দ।

কত বছর ধরে বহুরূপী সাজছেন? জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, তা তেরো-চোদ্দো বছর তো হবেই! আগে আমি ভ্যানরিকশা চালাতাম। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ইট, সিমেন্ট, বালি, স্টোনচিপ পৌঁছে দিতাম। কিন্তু সব জায়গায় তো আর দোরগোড়া অবধি রাস্তা থাকে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেক আগেই বস্তা নামাতে হয়। সেখান থেকে পিঠে বা মাথায় করে নিয়ে যেতে হয় স্পটে। কিন্তু শরীর খারাপের জন্য ওগুলো আর বইতে পারছিলাম না। তখনই ঠিক করি, চল্লিশ বছর ধরে ভ্যানরিকশা চালানোর এই কাজ আমি ছেড়ে দেব। কিন্তু কী করব? আমি তো কোনও পড়াশোনা জানি না। কোনও দিন স্কুলেই যাইনি। তখনই ঠিক করি গৌরবৃত্তি করব।

এটা করেও যে খুব বেশি টাকা পাই তা কিন্তু নয়। রেশনে চাল আটা বিনে পয়সায় পাই। বাজার করার টাকা না থাকলে পুকুরপাড় থেকে কলমি শাক, হেলেঞ্চা শাক, সুজনি শাক বা সাঞ্চি শাক তুলে আনি। তাই দিয়েই কোনও রকমে পেট চলে যায়।

বউ, দুই ছেলে, নাতি আর বউমাদের নিয়েই আমার সংসার। ছেলেরা স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে কাজ করে। একজন খাবারদাবার দেয়। আর একজন এঁটো থালা-বাসন ধোয়।

তাই সংসার চালানোর জন্যে আমি বহুরূপী সাজি। শুধু এই রকম মেলাতেই নয়, আমি সারা বছরই বহুরূপী সেজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। ট্রেনে করে চলে যাই দমদম-বারাসাত লাইনে। এই তো গত ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্মদিন ছিল বলে বিবেকানন্দ সেজেছিলাম। ভবানীপুরের বিবেক মেলায় গিয়েছিলাম।

অনেকে আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও ডেকে নিয়ে যায়। সে দিঘার ইলিশ উৎসবই হোক কিংবা শিয়ালদার কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে জাতীয় কবিতা উৎসব। যাই অনেক জায়গাতেই।

এই গঙ্গাসাগর মেলায় দশ দিনের জন্য এসেছি। আশা করছি হাজার পাঁচেক টাকা ঠিক হয়ে যাবে। তবে টাকা দেওয়ার চেয়েও লোকে আমার ছবি তোলে বেশি। আমার সঙ্গে সেলফি তোলে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার এখন একটা বহুরূপী ভাতা পেলে খুব ভালো হয়। পিছিয়ে পড়া নানান শিল্পের দুঃস্থ শিল্পীকেই তো সরকার থেকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। তা হলে বহুরূপীদের ভাতা দেওয়া হবে না কেন? আমি তো তিন বছর ধরে হাঁটাহাঁটি করছি তথ্যকেন্দ্রে। গেলেই বলে, হবে হবে। কিন্তু কবে হবে? আমি মরে যাওয়ার পরে? না, এই বহুরূপী শিল্পটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরে!

হাসপাতালে মৌমাছির হানা, কামড়ে অসুস্থ বেশ কয়েকজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে মৌমাছির আচমকা হানা। মৌমাছির কামড়ে অসুস্থ কয়েক জন। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। যদি অসুস্থরা সকলেই সুস্থ রয়েছেন বলেই জানানো হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতালের ঘটনা।

জানা গিয়েছে, বালুরঘাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে বেশ কিছু মৌচাক। সেই মৌচাকগুলিতে হানা দেয় কোনও পাখি। আর তাতে চাক ভেঙে উড়তে শুরু করে মৌমাছির দল। মৌমাছির দল ছুটে আসে হাসপাতাল চত্বরে। সে সময় মৌমাছির কামড়ে আহত হয় হাসপাতাল চত্বরে থাকা বেশ কয়েকজন। দ্রুত তাঁদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ বিষয়ে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, 'চিল এসে মৌচাকে আচমকা হানা দেয়। সে সময় হাসপাতাল চত্বরে থাকা কয়েকজনকে মৌমাছি কামড়ে দেয়। পরে পিপিই কিট পড়ে এসে একজন তাদেরকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতাল নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।'

এ বিষয়ে বালুরঘাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ জানান, 'সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের ১০ তলা ভবনে বেশ কিছু মৌচাক রয়েছে। সেগুলো ভাঙাও অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার! তবুও আমরা কিছু এক্সপার্ট লাগিয়েছি। চিল বা কোনও পাখির হানায় মৌমাছি গুলি হাসপাতাল ঢুকে পড়ে। দু-তিন জনকে কামড়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। বর্তমানে তারা সুস্থ রয়েছে।'

সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ড্র বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গোটা ম্যাচে প্রচুর সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারল না মোহনবাগান। ফলে শুক্রবার জামশেদপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে আটকে গেল তারা। ১-১ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হল ম্যাচ। শুভাশিস বসু মোহনবাগানকে এগিয়ে দিলেও স্টিফেন এজের গোলে সমতা ফেরায় জামশেদপুর। জিতেও শীর্ষে থাকল মোহনবাগান। ১৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩৬ পয়েন্ট হল তাদের। দুয়ে উঠে এল জামশেদপুর। সমসংখ্যক ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৮।

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে দাপিয়ে খেলেও একটির বেশি গোল করতে পারেনি মোহনবাগান। এর নেপথ্যে দলের ফুটবলারদের একের পর এক সুযোগ নষ্ট। প্রথমার্ধে যা সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে হ্যাটট্রিক করে ফেলতে পারতেন জেমি ম্যাকলারেন। তবে অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকারের মধ্যে গোলের স্বাভাবিক খিদে এ দিন দেখা যায়নি। অনেক সুযোগ নষ্ট করেছেন জেসন কামিংসও। মোহনবাগানের সাঁড়াশি চাপে প্রথমার্ধে খেলতেই পারেনি জামশেদপুর। পিছন দিকে পাস দিয়ে মোহনবাগানের ছন্দ নষ্ট করে দিতে চাইছিল তারা। সেই কৌশলে কিছুটা সফলও হয়। তার পরেও প্রচুর সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান, যা কাজে লাগাতে পারলে প্রথমার্ধেই জয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

চলতি মরসুমে গোল করা প্রায় অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন মোহনবাগানের অধিনায়ক। এই নিয়ে পাঁচটি গোল হয়ে গেল তাঁর। তবে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে গোলের ক্ষেত্রে অনেকটাই অবদান টম অলড্রেডের। বক্সে ভেসে আসা ক্রস তিনিই হেড করে শুভাশিসের সামনে নামিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ক্রসে পা ছুঁইয়ে জটলার মধ্যে থেকে গোল করেন শুভাশিস। গোলের পর এক পা তুলে সেলিব্রেশন করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

এ বার আটটি ক্লিন শিট রয়েছে মোহনবাগানের। নবমটি হয়ে যেত শুক্রবারই, যদি না খারাপ গোল হজম করতে হত। কী ভাবে স্টিফেন এজে নিজের অর্ধ থেকে বল নিয়ে প্রায় ৬০ গজ দৌড়ে শট করে গোল করে গেলেন তা নিয়ে চর্চা হতে পারে। মোহনবাগানের একের পর এক ফুটবলারকে অবলীলায় কাটালেন।

সন্তোষ জয়ী দলকে জমকালো সংবর্ধনা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে সংবর্ধিত করা হলো ২০২৪-২৫ বর্ষের সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলার ফুটবল দলকে। খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, সহকারী প্রশিক্ষক সহ টিমের সব সাপোর্টিং স্টাফকেই শুধু নয়, সংবর্ধিত করা হয় এবারের সন্তোষ ট্রফি টিমের কোচ সিলেকশন কমিটির সকল সদস্যকেও।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, আই.এফ.এ. চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সচিব অনির্বাণ দত্ত, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া, সহ সভাপতি কল্যাণ মজুমদার, সাধারণ সচিব রূপক সাহা জ্জ এই সংবর্ধনা মঞ্চেই উঠে আসে সন্তোষ ট্রফিতে ইস্টবেঙ্গলের ভূমিকা।সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী, যিনি ১৯২৫ থেকে ১৯৩৬ দীর্ঘ ১১ বছর ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ তিনি ছিলেন আই.এফ.এ'র সভাপতি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে সভাপতি থাকবার সময়ই তিনি বিরাট অঙ্কের একটি ফান্ড তৈরি করেন আই.এফ.এ'র নেতৃত্বে ভারত জুড়ে রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি টুর্নামেন্ট করবার জন্য জ্জ তাঁর দেওয়া সেই অর্থ দিয়েই ১৯৩৯ সালে তিনি প্রয়াত হওয়ার পর ১৯৪১ সালে শুরু হয় সন্তোষ ট্রফি প্রতিযোগিতা। সন্তোষ জয়ী দল ফিরতেই ইস্টবেঙ্গল সচিব রূপক সাহা ঘোষণা করেছিলেন বাংলা দলকে সংবর্ধিত করবে ইস্টবেঙ্গল। সেই কথা মতোই শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে জমকালো সংবর্ধনার আসর বসল। লাল হলুদ সচিব রূপক সাহা বলেন, 'দীর্ঘ সাত বছর পর এই জয় সত্যি অনবদ্য। সত্যি ইতিহাসে লেখা থাকবে এই লড়াই। ওদেরকে সংবর্ধনা দিতে পেরে গর্বিত'।ক্রীড়ামন্ত্রী এদিন বলেন, 'বাংলার কোচ সঞ্জয় সেনকে অনুরোধ করব, ছেলেগুলো যাতে খেলার মধ্যে থাকে তাই দু'মাস অন্তর একটা শিবির করুন। যা সাহায্য দরকার রাজ্য সরকার করবে। দু'মাস অন্তর সাত দিন বা এক মাস অন্তর শিবির করলে প্রত্যেকে খেলার মধ্যে থাকবে' ।আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, 'অবশ্যই এমন উদ্যোগ স্বাগত। আমরা সবার সঙ্গে কথা বলে দেখি। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই শিবির করা যেতে পারে। রাজ্য সরকার সব সময়েই সাহায্য করতে চায়'। এদিন সন্তোষ জয়ীদের চাকরির মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়। শনিবার বাংলা সন্তোষ জয়ীদের মোহনবাগানও দেবে সংবর্ধনা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা আজ, একদিন আগেই অধিনায়কের নাম জানিয়ে দিল বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা কবে হবে তা জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। শনিবার দল ঘোষণা করা হবে। দুপুর ১২.৩০টার সময় দলের সদস্যদের নাম জানানো হবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন রোহিত শর্মাই। তিনি সাংবাদিক বৈঠক করবেন। সঙ্গে থাকবেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজরে দলও একই সঙ্গে ঘোষণা করা হবে।

দল ঘোষণার আগে সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে দু'জনকে নিয়ে। চোট সারিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ খেলতে পারবেন কি না এবং ১৫ জনের দলে যশস্বী জয়সওয়ালের জায়গা হবে কি না তা নিয়ে জল্পনা চলছে। অস্ট্রেলিয়া সফরে সিডনি টেস্টে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ। তাঁকে দু'সপ্তাহ বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছিল। যদিও তা খারিজ করেছেন বুমরাহ নিজেই।

অস্ট্রেলিয়া সফরের পর তাঁকে নিয়ে যতই সমালোচনা হোক, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যে তিনিই অধিনায়ক থাকবেন তা সাংবাদিক বৈঠক করার ঘোষণাতেই বোঝা গিয়েছে। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিয়োয় রোহিতকে ফ্লিক, ড্রাইভ, পুল শট খেলতে দেখা গিয়েছে। মুম্বইয়ের একটি মাঠে দৌড়নোর ভিডিয়োও ভাইরাল হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখছেন না তিনি।

যশস্বী নিয়ে অন্য মাথাব্যথা রয়েছে নির্বাচকদের। দলে সুযোগ দিলেও কোথায় খেলানো হবে তা নিয়ে নিশ্চয়তা নেই। কারণ রোহিত, বিরাট কোহলি, শুভমন গিল, কেএল রাহুল এবং শ্রেয়স আয়ার প্রথম পাঁচে থাকবেন। এঁদের কাকে বাদ দিয়ে যশস্বীকে খেলানো হবে তা নিয়ে চর্চা হতেই পারে। হয়তো যশস্বীকে ইংল্যান্ড সিরিজে খেলিয়ে রাহুলকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেওয়া হতে পারে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত রয়েছে গ্রুপ বি-তে। তাদের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান, নিউ জশিল্যান্ড এবং বাংলাদেশ। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু ভারতের। ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ।

মহিলা ফুটবলারকে 'মোটা' বলায় বরখাস্ত ফুটবল সংস্থার প্রধান, শাস্তি দিল ফিফা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পানামার ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ম্যানুয়েল আরিয়াসকে বরখাস্ত করল ফিফা। তাঁর অপরাধ, এক মহিলা ফুটবলারকে চেহারা নিয়ে কটাক্ষ। আগামী ছ'মাস কোনও স্তরের ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না তিনি।

বর্ণ এবং লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব নিয়ে চলে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। তাদের রোষ এড়াতে পারলেন না পানামার ফুটবল সংস্থার প্রধানও। পানামার জাতীয় দল ও তুরস্কের ফেনেরবাচে ক্লাবের ফুটবলার মার্তা কক্সকে নিয়ে ২০২৩ সালের মার্চে অশোভন মন্তব্য করেন আরিয়াস। কক্সকে 'মোটা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। সেই মন্তব্যের জন্যই শাস্তির মুখে পড়তে হল তাঁকে।

দেশের মহিলা ফুটবলের পরিকাঠামোর সমালোচনা করেছিলেন ২৭ বছরের কক্স। অপেশাদার লিগে মহিলা ফুটবলারদের ঠিক মতো বেতন না পাওয়া, মাঠ এবং অনুশীলনের সমস্যা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। কক্সের সমালোচনা ভাল ভাবে নেননি আরিয়াস। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় কক্সকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসেন। তিনি বলেছিলেন, ''কক্সের চেহারা এখন আর ফুটবল খেলার মতো নেই। ও মোটা। মাঠে ঠিক মতো নড়াচড়াও করতে পারে না।'' আরিয়াসের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন কক্স। জানান, ফেডারেশন সভাপতি ক্ষমা না চাইলে জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন না।

দেশের মহিলা ফুটবলারের প্রতি এমন অবমাননাকর মন্তব্য ভাল ভাবে নেয়নি ফিফা। সে কারণেই ছ'মাসের শাস্তি দেওয়া হয়েছে আরিয়াসকে। এই শাস্তি মেনে নিয়েছেন আরিয়াস। জানিয়েছেন, মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিলেন। শব্দচয়ন অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল বলেও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

টেম্পোর ধাক্কা ভ্যানকে, মৃত কমপক্ষে ৯ জন

পুণে, ১৭ জানুয়ারি: ছোট ভ্যানকে ধাক্কা টেম্পোর। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন অন্তত ন'জন। শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে পুণে-নাসিক হাইওয়ের উপর। আহত হয়েছেন আরও কয়েক জন। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁদের।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ পুণে-নাসিক হাইওয়েতে নারায়ণগ্রামে দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রীবোঝাই ছোট ভ্যানটি নারায়ণগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। সে সময় হাইওয়ের উপর আচমকাই একটি টেম্পো এসে ধাক্কা মারে ভ্যানটিকে। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটি ধাক্কা মারে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটি বাসে। ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার উপর উল্টে যায় ভ্যানটি। ঘটনা নজরে আসতে স্থানীয়েরাই উদ্ধার কাজ শুরু করেন। ভ্যানের দরজা ভেঙে আহতদের বার করে আনা হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে আহতদের হাসপাতালে পাঠায়। তবে যাত্রীদের মধ্যে ন'জনকে বাঁচানো যায়নি।

পুণের (গ্রামীণ) পুলিশ সুপার পঙ্কজ দেশমুখ জানিয়েছেন, বাস খালি ছিল। তা না হলে আরও বড় বিপদ ঘটতে পারত। আহতদের চিকিৎসা চলছে। তবে ঘাতক টেম্পোর চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে পুলিশের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

ইজরায়েলি হামলায় মধ্য গাজায় প্রাণ হারালেন শতাধিক প্যালেস্তিনীয়

আক্রমণ করা হয় দক্ষিণ গাজার একাধিক শরণার্থী শিবিরে

জেরুজালেম, ১৭ জানুয়ারি: রবিবার থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার কথা গাজায়। কিন্তু তা কার্যকর হওয়ার আগেই ইজরায়েলি সেনার হামলায় সেখানে প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক প্যালেস্তিনীয়। নিহতদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও রয়েছে। এমনটাই দাবি গাজার সিভিল ডিফেন্সের। বৃহস্পতিবার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলেও লড়াই থামেনি। হামাস নিধনে রক্তক্ষয়ী অভিযান জারি রেখেছে ইজরায়েল। ফলে ১৫ মাস পর লড়াই থামার সবুজ সংকেত মিললেও তা কতটা কার্যকর হবে সেই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালেও মধ্য গাজায় আক্রমণ শানায় ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। হামলা চলে দক্ষিণ গাজার আল মাওয়াসির মতো একাধিক শরণার্থী শিবিরে। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা অন্তত ১০১। যার মধ্যে ২৭ জন শিশু ও ৩১ মহিলাও রয়েছে। আহতের সংখ্যাও শতাধিক। এনিয়ে ইজরায়েলের বার-ইলান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মেনাচেম ক্লেইন সংবাদমাধ্যমে বলেন, ইজরায়েলের সরকার এবং তাদের সামরিক বাহিনী এখনও গাজাযুদ্ধে জয়ের আশা করছে। কিন্তু এখনও তারা তা অর্জন করতে পারেনি। ইজরায়েল যুদ্ধে যে লক্ষ্য সামনে রেখেছিল এবং হামাসের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তার মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। এদিকে,

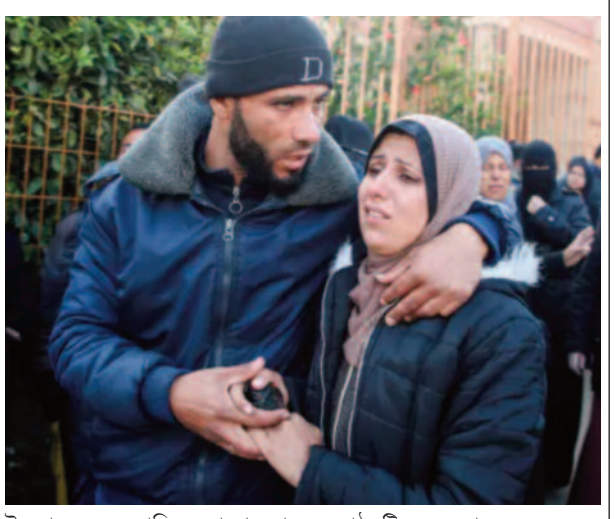

ইজরায়েলের দাবি, ক্যাম্প বা শরণার্থী শিবিরগুলোতে হামাস জঙ্গিরা লুকিয়ে এখনও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, কাতারের মধ্যস্থতায় দীর্ঘদিন ধরেই ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি এবং বন্দিদের মুক্তি দেওয়া নিয়ে আলোচনা চলছে। অবশেষে সংঘর্ষ থামাতে রাজি হয়েছে দু'পক্ষ। তবে বন্দি বিনিময় নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দড়ি টানাটানি হয়েছে ইজরায়েল এবং হামাসের মধ্যে। বৃহস্পতিবারও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু অভিযোগ করেন, পণবন্দিদের মুক্তি দেওয়ার শর্ত স্থির করতে অযথা টালবাহানা করছে হামাস। যদিও সেই অভিযোগ নাকচ করেছে জঙ্গি সংগঠনটি। এখনও চলছে আলোচনা। কিন্তু এর মাঝেও হামলা জারি রয়েছে গাজায়।

বিশ্লেষকদের মতে, দু'পক্ষের সম্মতি মতো গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও তা নামেই হবে। কারণ হামাস জঙ্গিদের মোটেই ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন নেতানিয়াহু। যুদ্ধবিরতি চললেও গাজা থেকে নজর সরাবেন না তিনি। ফলে কিছু বেগতিক দেখলেই ফের আগুন ঝড়াবে ইজরায়েলি ফৌজ। হামাস জঙ্গিদের পাশাপাশি প্রাণ হারাবে সাধারণ মানুষও। ইতিমধ্যেই গাজায় মৃতের সংখ্যা ৪৭ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। ফলে এই মৃত্যুমিছিল থামার কোনও আশা এখনই দেখা যাচ্ছে না।

E-TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Dhoradaha, Nadia. **NIET NO. 05/15th FC TIED/DGP-I/2025 & 06/15th FC/2025,** Last date of submission **24.01.25 up to 3p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- I Gram Panchayat.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.Q. NO.: UKM/020/WW/2024-2025, DATED: 18.01.2025
1. 300 mm X 200 mm dia Deep Tube Well surging including chemical treatment and bucket washing at Bright Star Pump w.no. 23. 2. Lifting & Lowering & Rewinding 4 no. pump motors of different pump house under U.K.M. Bid Submission closing Date- **28.01.2025. before 1.00 p.m.** For More Details: Visit **www.uttarparamunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-6/3RD CALL/2024-25** for "Construction of Storm Water Drainage in Ward No-02 under Krishnanagar Municipality." & **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-10/3RD CALL/2024-25** for "Renovation of Bituminous Road in Ward No. 13 under Krishnanagar Municipality." The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details.
Tender id: 2025_MAD_802701_1 & 2025_MAD_802758_1.
Sd/- **Chairman**
Krishnanagar Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/035(e)/2024-25 dt.: 17-01-2025
Supply, Installation, Testing and Commissioning of 320 KVA Silent DG set CPCB IV+ COMPLIANCE at "Mahamaya Sishu-O-Matrimangal Kendra" under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date: **04/02/2025.** For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
U.K. Municipality

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No: -07/2024-25(1st Call), Memo No: 1423/GM, Dated: - 17.01.2025 & 08/2024-25(1st Call), Memo No: 1424/GM, Dated: - 17.01.2025
Following e-Tenders are invited by this Municipal Authority for 01 No. E/M work & 11 No. development works in different wards under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tenders are from 07.02.2025 & 10.02.2025 up to 12.00 PM. For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Chairperson
Guskara Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ইটেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসইআর/কেজিপিডব্লিউ/ডিপিওএইচ/এইচকে-০১। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি সিএমই (ডিজেল), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ ০৫/০২/২০২৫ তারিখে ১৬.০০ টার আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং খোলা হবে ০৫/০২/২০২৫ তারিখে ১৬.৩০ টার পরে। **কাজের নাম :** ২৪ মাসের জন্য বাইরের এজেন্সি দ্বারা টিআরএস পিওএইচ দোকানের হাউস কিপিং -এর কার্যক্রম; **কাজের আনুমানিক খরচ :** ₹ ৭৬,৬৫,৬১১.০০; **বায়না মূল্য :** ₹ ১,৫৩,৩০০.০০; **ইটেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৫-০২-২০২৫ তারিখে ১৬.০০ টায়; **টেন্ডারের ধরন:** খোলা টেন্ডার (দুই প্যাকেট); **বিড নম্বর:** জিইএম/২০২৫/ বি/৫৭৬৮২৫, তারিখ ১৫.০১.২০২৫। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/ নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবেনা। **(PR-1026)**

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
e-Tender has been initiated for below-mentioned 6(six) no. of Scheme under 15th FC (UNTIED)/2025 and 4(four) no. of Scheme under 15th FC (TIED)/2025 fund : **1) For NIT No: JGP/830/Tender/15th FC/2025, DT-16-01-2025 : (i) 2025_ZPHD_802005_1 (ii) 2025_ZPHD 802005_2 (iii) 2025 ZPHD_802005_3 (iv) 2025 ZPHD 802005_4 (v) 2025 ZPHD 802005_5 (vi) 2025 ZPHD 802005_6. 2) For NIT No: JGP/837/Tender/15th FC/2025, DT-16-01-2025 : i) 2025 ZPHD 802145_1 ii) 2025 ZPHD 802221_1 iii) 2025 ZPHD 802258_1 iv) 2025 ZPHD 802258_2.**
Sd/-
Prodhan
Jetia Gram Panchayet

TENDER NOTICE
NIT No. 02, of 2024-25 of the Assistant Engineer (A-I) Memari (A-I) Sub-Division, Purba Bardhaman
On behalf of the Governor of West Bengal, 01 (One) no. sealed tender consisting of various group as mentioned in Annexure-I in WB Form no 2911(ii) is invited by the Assistant Engineer (A-I), Memari (A-I) Sub- Division, Memari, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar type of works as mentioned in the said N.I.T. For details of said NIT may be available from this office on any working day from 11.00 AM to 2.00 P.M up to 28.01.2025. Last date of application and availability tender paper 28.01.2025, upto 2.00 P.M. and 28.01.2025 after 3.00 P.M. respectively.
Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Memari (A-I) Sub-Division.
Memari, Purba Bardhaman

E-TENDER
E- Tenders invited by The Prodhan, Palsunda-I Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Palsunda, Nadia. **NIET- 32/PAL-I/15TH CFC/2025 & 33/PAL-I/15TH CFC/2025 & Sealed Tender NIT NIET- 48/PAL-I/15TH CFC/2025,** Last date of submission **27.01.2025 up to 6p.m and 25.01.2025.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Palsunda-I Gram Panchayat.

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-07/2024-2025 Dated: 12-01-2025.** The last date for online submission of tender is **25-01-2025 (Saturday) upto 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
SFDCL invites e-tender from eligible bidder against 21 NIT's vide. No.SFDC/MD/NIT/Inland/2024-25/1(e) to 21(e) regarding supply of aquaculture inputs in different projects. Bid submission start & end date for all tenders are 18.01.2025 & 26.01.2025 respectively. For details visit: wbtenders.gov.in

E-TENDER
Sealed Tenders Invited By The Prodhan, Karimpur-I Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia, **NIT No- 13/KGP-I/2024-25, MEMO No. 981/PAN/KGP-I/24-25, Dated- 14.01.2025.** For verious schemes. Last date of application **24.01.2025 up to 5p.m.** For details please contact to the Office.
Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat

E-TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Topla, Nadia. **NIET NO- 06/NARA- II/15th FC (TIED FUND)/2024-25, 07/NARA- II/15th FC (UNTIED FUND)/2024-25,** Last date of submission **23.01.25 up to 1p.m.** For details please contact to the office visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Narayanpur- II Gram Panchayat.

e-TENDER NOTICE
N.I.e.T No.: 06/2024-25/MDW vide Memo No 159, dated 16/01/2025. Details of N.I.e.T will be available at the website http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer,
Bharatpur-I Dev. Block,
Murshidabad.

e-TENDER NOTICE
N.I.e.T No : 18/2024-25/5TH SFC (5TH CALL) vide Memo No 21/Bh-I P.S, dt. 16.01.2025, N.I.e.T No : 19/2024-25/15TH FC (2TH CALL) vide Memo No 23/Bh-I P.S, dt. 17.01.2025, N.I.e.T No : 20/2024-25/15TH FC (3TH CALL) vide Memo No 24/Bh-I P.S, dt. 17.01.2025 and N.I.e.T No : 21/2024-25/15TH FC/S.B.M (G) (4TH CALL) vide Memo No 25/Bh-I P.S, dt. 17.01.2025 has been published. Details of N.I.e.T will be available at the website http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer, Bharatpur-I, Murshidabad

Officer-in-Charge, GGDCN, invites sealed e-Tender for providing security services at college premises against Tender Id **WB/DHE/GGDCM/ SECY/NIT-1/2025-26.** For details see college notice board or visit college website - **http://muragachhagovtcollege.in.**
Sd/-
OIC, GGDCN,
Muragachha, Nadia.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 255 & 256/2024-2025 Dated- 17-01-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at North 24 Parganas and Burdwan District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **18-01-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **31-01-2025 upto 3.00 pm**
Date: 17.01.2025 **Sd/- Executive Engineer**

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ হাওড়া ডিভিসনে ৩ (তিন) বছরের জন্য বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও বিস্তারিত জানতে এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং** মডিউল-এর মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-জেএএন-৩আর। অকশন শুরুর তারিখ/সময়ঃ** ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২টা। **ক্রম.নং.; লট নং ও স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ ঃ **১; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই- টিডব্লু-২৭২-২৪-১** (পার্কিং - টু হুইলার) ও নবদ্বীপ ধাম। **২; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিওয়াইএই- টিডব্লু-১০৫-২৪-১** (পার্কিং - টু হুইলার) ও টেঁয়া। **৩; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিসিজিএম-আরডব্লু-২৬৯-২৪-১** (পার্কিং - থ্রি হুইলার) ও বৈঁচিগ্রাম। (HWH-548/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...
শনিবার • ১৮ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

এক অনন্য মাতৃত্বের অধিকারিনী মা সারদা

ডাঃ গৌতম কুমার ভদ্র

প্রথাগত আনুগত্য ও বিবেকবর্জিত মানবিক মূল্যবোধহীন প্রথার বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়িয়ে নবীন প্রজন্মের কুসুমন্ডলীকে সাদরে আহ্বান ও গ্রহণ করার অসীম ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন পরমাশ্চর্য কারুণ্যের প্রতিমূর্তি মা সারদা দেবী। সারদাদেবীর আবির্ভাবের পর থেকেই ভারতবর্ষ আবার জাগতে আরম্ভ করেছিল মহামায়ার নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে। শ্রীমার জীবনের আদর্শ সারা পৃথিবীতে নারী জাগরণের আলো দেখাতে শুরু করেছে, শ্রীমা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন সকল তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের মন্দিরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মা সারদার আবির্ভাবের পর থেকেই ভারতের ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমার মধ্যে ভারতীয় নারী আদর্শের পরমা সুন্দর মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই অপরূপা মাতৃমূর্তিতে আবির্ভূতা শ্রীমা সারদাদেবীর চরণ কমলে সর্ব প্রথম সমর্পণ করেছিলেন প্রিয় শিষ্য নিবেদিতাকে। শ্রী মায়ের সম্পর্কে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'মা'পড়িতে জানেন এবং তাঁহার অধিকাংশ সময় রামায়ণ পাঠে সময় কাটে। তবে তিনি কিছুই লেখেন না। তথাপি কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে তিনি একজন অশিক্ষিতা রমণী। তিনি যে শুধু দীর্ঘকাল ধরিয়া কিরূপে সংসার জীবন চালাইতে হয়, কি করিলে প্রকৃত ধর্ম লাভ হয় ইত্যাদি বিষয়েই কঠোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। তাহা নহে তিনি ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান ভ্রমণ এবং প্রধান প্রধান তীর্থস্থান গুলির অধিকাংশ দর্শনও করিয়াছেন। শ্রী জানতেন যে ইচ্ছে করে কেউ পাপ কাজ করে না, শক্তির ভাবে পরিবেশের প্রতিকূলতার অসহায় হয়ে খারাপ পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাই তাদের ভালো করার উপায় উপেক্ষা বা ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দেওয়া ঠিক নয়, হৃদয়ের ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা দিয়ে সন্তান স্নেহে কাছে টেনে নেওয়া দরকার। শ্রীমা বুঝিয়েছিলেন যে, এই জগৎ শুধু মহামানব ঈশ্বরের তৈরি কোটি মানুষ দিয়ে তৈরি নয়, এখানে রয়েছে অতি সাধারণ মানুষ যারা সমাজে নিন্দিত, উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। তাই বাংলার রঙ্গমঞ্চের সেই উপেক্ষিতা সমাজ পরিত্যাক্তাদের নাটক নটী বিনোদিনী দেখতে 'মা সারদা' ছুটে গিয়েছিলেন বারবার স্টার থিয়েটারে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং পদ্ম বিনোদনের প্রথিত তার অপার করুণার কথা সর্বজন বিদিত। মা সারদার মধ্যে এমনই এক অনন্য সাধারণ শক্তি নিহিত ছিল যার প্রভাবে কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত মানুষের মন পবিত্র এবং নির্মল হয়ে উঠত।

শ্রীমায়ের জীবন পদ্মপাতায় অবস্থিত জলবিন্দুর মতো। পদ্ম পাতায় জল বিন্দু পাতার সর্বত্র বিচরণ করলেও পদ্মপাতাকে যেমন ভেজাতে পারে না, শ্রীমার জীবনও ঠিক তাই। অর্থাৎ সংসারের সকলের মধ্যে থেকেও তিনি যেন কোন কিছুতেই নেই। তিনি সাধারনের ভাষায় কথা বলতেন, সকলের সঙ্গে সাবলীল ভাবে মেলামেশা করতে আবার অন্যের দুঃখে দুঃখিত হতেও দেখা গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শরীর ত্যাগের পর নারী স্বাধীনতা এবং নারী মুক্তির জন্য যথার্থভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি নারী শক্তিকেই সব থেকে আগে প্রাধান্য দিতেন।

লৌকিক দৃষ্টিতে সহধর্মিনীকে মাতৃরূপে আরাধনা অস্বাভাবিক মনে হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বহু জনের হিতার্থেই সারদাদেবীকে বিশ্ব মাতৃত্বে অভিষিক্তা করেছিলেন। শক্তিরূপিনী বিশ্ব জননী সারদামণি। তাঁর দেবীত্ব ও স্বরূপ প্রকাশ সর্ব জীবে সন্তান দৃষ্টি। তিনি সৃষ্টিকর্ত্রী। জীবের দুঃখ, কষ্ট ,আনন্দ যেন তাঁরই। তার কষ্ট নিবারণের প্রবৃত্তি। তাঁর অসীম করুণা,অসীম কোমলতা, জীবের কল্যাণ চিন্তা সব তাঁরই। সর্বব্যাপী মা যে তিনিই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'মা এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো 'মা' জগতে ওই একটিই আর দ্বিতীয়টি নেই।'

পবিত্রতাস্বরিপিনী মা সংসার-তাপদগ্ধ পৃথিবীতে শান্তির বার্তা দিয়ে গেছেন। দেখিয়েছেন আলোর পথ। তাঁর পবিত্র ও দিব্য সান্নিধ্যে দস্যু হয়েছেন সাধু, পথভ্রষ্ট পেয়েছেন আশার আলো। সমগ্র জগত পেয়েছে এক অপার্থিব,নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। মায়ের সেই মধুর, অমৃতসম শেষ উক্তিটি আমাদের অন্তিম শিক্ষা দিয়ে যায়, ক্ষমযদি শান্তি চাও, তবে কারও দোষ দেখে া না,দোষ সর্বদা দেখবে নিজের। জগৎটাকে আপন করে নিয়ে ভালবাসতে শেখো। কেউ পর নয়, সবাই তোমার আপনার ক্ষম

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল ও তাঁর সংগ্রামী জীবন

ডাঃ শামসুল হক

ঠিক সময়ে ঠিক মানুষটাকেই বেছে নিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর সেই জীবনপন সংগ্ামের ই মাঝে হঠাৎ হঠাৎই অন্য এক চিন্তার স্রোতেও ভেসে গিয়েছিলেন তিনি। সেইসময় তাঁর মনে হয়েছিল এইভাবে আর খুব বেশি পথ অতিক্রম করা সম্ভব নাও হতে পারে। এবার পুরুষ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি প্রয়োজন মজবুত এক নারী বাহীনিরও। আর সে জন্য অতি অবশ্যই প্রয়োজন এমনই এক মহিলা যিনি তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের গুণেই সেই বাহিনীকে দাঁড় করাবেন একটা মজবুত ভিতেরও উপর ।

কিন্তু কিভাবে মিলবে তেমন তেজস্বীনি রমনীর সন্ধান? সেই কাজে কেবলমাত্র শিক্ষা দীক্ষার দিকে তাঁকে এগিয়ে থাকলে হবে না। তিনি হবেন চরম সাহসিকতার উজ্জ্বল এক প্রতিবিম্ব এবং সেইসঙ্গে হবেন চরম ব্যক্তিত্বসম্পন্নাও।

শুরু হল তাঁর অনুসন্ধান পর্ব। তখন দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলল তীক্ষ্ম নজরদারিও। তিনি চেয়েছিলেন তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রস্তুত আজাদ হিন্দ বাহিনীর মতোই গঠিত হোক সম্পূর্ণ নতুন একটা সংগঠনের যেটি নারীদের ই সমষ্টিগত একটা দল হিসেবেই চিহ্নিত হবে। সেখানে বীরাঙ্গনারাই অস্ত্র হাতে হাজির হবেন রণাঙ্গনে। তাঁরা দেশের জন্য শত্রু সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। শত্রুর প্রাণ নেবেন, আবার প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জন ও দেবেন। আর সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজন একজন তেজস্বিনী রমনীরও।

সেইসময় মেয়েদের আবার সেই সুযোগও ছিল না। দুর্বল হিসেবে গণ্য করেই তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হতো। নেতাজী নিশ্চয়ই সেটাও বুঝতেন। আবার এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন আনাটা ভীষণ জরুরী হলেও বাস্তবে সেটা খুব কঠিন একটা কাজ ও বটে। তা যাই হোক তখন অতশত বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ ও তাঁর ছিল না। তাই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি শুরু হয়েছিল তাঁর প্রস্তুতিপর্বও।

অবশেষে তিনি তাঁর সন্ধানও পেয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের অল্পবয়স্কা একজন মহিলা। সেইসময় তিনি অবশ্য তাঁর নিজ রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন না। সিঙ্গাপুর ছিল তাঁর সেইসময়ের স্থায়ী ঠিকানা। সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় নেতাজীর। আর তারপর দুজন দুজনকে পরিষ্কারভাবে চিনেও নেন এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া হবে কিভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন সেই বিষয়েও।

তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান বিপ্লবী ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল। তাঁর নেতৃত্বেই পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে সর্বপ্রথম গঠন করা হয়েছিল সেই নারী সংগঠন ঝাঁসি রেজিমেন্ট। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সৃষ্টি হ ওয়া সেই মহা সংগ্রামের নেত্রী ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাই এর বীরত্বের কথা মনে রেখে এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই নতুন সেই বাহিনীর নামটাও ঠিক করা হয়েছিল তাঁর নামের সঙ্গেই সংযুক্তি স্থাপন করে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, সেই বাহিনীর নেতৃর সন্ধান চালাতে চালাতেই নেতাজী এমনই এক বীরাঙ্গনার সন্ধান ও পেয়ে গিয়েছিলেন যার নাম ও লক্ষ্মী সায়গল। অত এব নামের সেই সাযুয্য ও তাঁকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল বৈ কি।

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গলের জন্ম ১৯১৪ সালের ২৪ শে অক্টোবর চেন্নাই এর আন্নাকারা শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন চেন্নাই হাই কোর্টের একজন নামজাদা আইনজীবী। আর মা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। সেই সময়ের স্বাধীনতার লড়াই এ তাঁর মায়ের যেমন ছিল বিশেষ ভূমিকা। ঠিক তেমনই তাঁর বাবার ও ছিল অন্য এক ভূমিকাও। কারাগারের অন্ধকারে থাকা অনেক বিপ্লবীদের হয়ে তিনি করেছিলেন অনেক আইন ই লড়াইও। আর সেজন্য তাঁকেও কম নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি।

সুতরাং পিতা এবং মাতা উভয়ের রক্তের

মধ্যেই যে সঞ্চিত ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অণু পরমাণু, সেটাই সঠিকভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁদের কন্যার ও রক্তের মধ্যে। তাইতো তাঁদের সেই আত্মত্যাগের বলে বলীয়ান হয়েই তিনিও চাইছিলেন সেই যুদ্ধের ই সামিল হতে। আর সুযোগ মেলা মাত্রই ঝাঁপিয়েও পড়েছিলেন জীবনেরই অন্য এক যুদ্ধে।

হ্যাঁ, অন্য যুদ্ধ ই বটে। কারণ তাঁর জীবনটা শুরু হয়েছিল অন্য ভাবেই। ছাত্রী হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। তাই স্কুল জীবনের পড়াশোনা শেষ করার পর মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে শুরু হয় তাঁর কলেজ জীবন। চেন্নাই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকে এম. বি. বি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৩৮ সালে। তারপর গাইনি এণ্ড অবসটেটরিক্সেও ডিপ্লোমাধারী হন এবং চাকরি জীবন শুরু করেন তাঁর নিজের শহরেই। চেন্নাই অর্থাৎ তৎকালীন মাদ্রাজের কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতালেই চাকরি নেন তিনি। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ও হতে

হয় তাঁকে। পাইলট পি . কে .এল রাও এর সঙ্গে নতুনভাবে জীবন ও শুরু হয় তাঁর। কিন্তু সেই বিয়ের মেয়াদ খুব বেশি সময় স্থায়ীও হয়নি । হয়ে যায় বিবাহ বিচ্ছেদও।

ফলে চেন্নাই শহরে আর থাকতে ভালো লাগে না তাঁর। সেখান থেকে চলে আসেন সিঙ্গাপুরে। নিজস্ব পেশা ছেড়ে তখন মন দেন দেশ উদ্ধারের কাজে। মনে তখন তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্ন। মনে পড়ে যায় বাব মায়ের কথাও। আর তখনই মনটা উতলাও হয়ে ওঠে তাঁর। নতুন শহরে নিজেকে কেমনভাবে বিকশিত করবেন প্রকাশের ই আলোকমালায়, সেটা ভেবেও আকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অবশেষে খোঁজ পান নেতাজীর। আর তারপর তাঁরই হাত ধরে রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশাধিকার পান তিনি। শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্ম, সেইসঙ্গে চিকিৎসার কাজও।

১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে গঠিত হয় মহিলাদের বিশেষ বাহিনী রাণী ঝাঁসি রেজিমেন্ট। নেতাজীর তৎপরতায় সেই বাহিনী আবার সরাসরিভাবে যুক্ত হয়ে যায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গেও। লক্ষ্মী সায়গলের হাতেই তুলে দেওয়া হয় সেই বাহিনীর নেতৃত্বভার।

তারপর একেবারে দুরন্ত গতিতেই এগিয়ে চলে লক্ষ্মী সায়গলের রণতরী। তখন রণাঙ্গনে তিনি হাজির হতেন একেবারে সংহার মূর্তি ধারণ করেই। আবার সেনা শিবিরে আহত সৈনিকদের সামনে আর্বিভূত হতেন দয়া- মায়া - মমতার মূর্ত এক প্রতীক হিসেবেই।

১৯৪৪সালের ১৪ই এপ্রিল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, মনিপুরের মৈরাং এবং ইম্ফলে উত্তোলন করা হবে স্বাধীন ভারতের প্রথম তেরঙ্গা পতাকা। আর তার নেতৃত্ব দেবেন কর্ণেল শওকত আলী। সেই অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন লক্ষ্মী সায়গলও। আর তার মধ্যেই বেড়ে যায় তাঁর সংগ্রামী মানসিকতার ঝাঁঝটিও। আর তারই ফলস্বরূপ তাঁকে কাটাতে হয়েছিল কারাগারের যন্ত্রণাও। ১৯৪৫ সালের মে মাসে ব্রিটিশ প্রশাসন গ্রেপ্তার করে তাঁকে এবং ১৯৪৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কাটাতে হয়েছিল বার্মা জেলের অন্ধকুপেই।

তারপর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ও অনেক বদল ঘটেছে। তৈরি হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার মতো উপযুক্ত পরিবেশও। ক্যাপ্টেন ক্লক্ষ্মী সায়গল পেয়েছিলেন নতুন জীবনের সন্ধানও। সিঙ্গাপুরে থাকতে থাকতেই ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে বাহীনির ই লেফটেন্যান্ট প্রেম সহগলকে দ্বিতীয় বারের জন্য বিবাহ করেন তিনি।

বিয়ের পর তাঁরা চলে যান কানপুরে। সেইসময় তিনি পুরোপুরিভাবেই যুক্ত হয়ে পড়েন নিজস্ব পেশার ই সঙ্গে। শুরু করেন চিকিৎসাকর্ম। সেইসঙ্গে জনকল্যাণমূলক আরও অনেক কাজ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যখন চরম সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তখন তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন উদ্বাস্তুদের পাশে। যোগ দিয়েছিলেন ত্রান শিবিরে এবং যোগ্য সহায়তা দিয়েছিলেন তাঁদের চিকিৎসার কাজেও । ১৯৮৫ সালে ভুপালে ঘটেছিল যে গ্যাস দুর্ঘটনা তিনি ছুটে গিয়েছিলেন সেখানেও। হাত ও লাগিয়েছিলেন আর্তেরই সেবায় ।

সংগ্ামী এই মহিলা পেয়েছেন অনেক সন্মান ও । ১৯৯৮ সালে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হয় তাঁকে। ২০১০ সালে কালিকট বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করে সন্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি। আর সারাটা জীবন ধরে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ জনের বুকের মধ্যে তিনি যে কতখানি জায়গা জুড়ে অবস্থান করেছিলেন এবং এখনও করছেন তার ও কোন হিসেব নেই।

২০১২ সালের ১৯ শে জুলাই হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। তাঁকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টাও চালিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় তাঁদের। মাত্র কয়েকদিন পর সেই মাসেরই ২৩ তারিখে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নেন তিনি। মৃত্যুর পরও দেশমাতৃকার সেবার নিমিত্ত তিনি যে অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন ভোলবার নয় সেটাও। তিনি নিজে চিকিৎসক ছিলেন। তাই একটা মৃতদেহের মূল্য যে কতখানি সেটাও জানা ছিল তাঁর। তাই চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়ণরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ই তিনি দান করেছিলেন নিজের মূল্যবান দেহটিকেও। গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজে গবেষণাকর্মের জন্য ই ছিল তাঁর সেদিনের সেই দেহদান।